যুক্তিচিন্তামণি।

প্রথমখণ্ড।

শ্রীআশুতোষ রায় প্রণীত।

ঢাকা—সুলভযন্ত্র।

ইংরাজী ১৮৬৭। ১ লা এপ্রেল।

বাঙ্গলা ১২৭৪। ২০ শে চৈত্র।

মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

শ্রীনাগচন্দ্র শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যুক্তিচিন্তামণি।

তত্ত্বনির্ণয় মুলক গ্রন্থ।

শ্রীআশুতোষ রায় প্রণীত।

ঢাকা—সুলভযন্ত্র।

ইংরাজী ১৮৬৮। ১লা এপ্রেল।

বাঙ্গলা ১২৭৪। ২০শে চৈত্র।

মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

ভূমিকা।

চিত্তের স্বভাবিক অনুরাগ বশতঃই হউক, কি যত্নপূর্ব্বক উৎসাহান্বিত হইয়াই হউক, ঐশতত্ত্বানুসন্ধানে আমি একান্ত লিপ্তমনাঃ ছিলাম। এমন কি, তদনুরাগ সম্পন্নতায় একরূপ বিষয় বিরাগ জন্মিয়া পিপীলিকার মহার্ণব সন্তরণের ন্যায় অনুক্ষণ চিন্তার নিধি, সেই চিন্তামণির তত্ত্বচিন্তা সাগরেই নিমগ্ন থাকা হইত। পরন্তু যত্নসহকারে অনেকানেক সাধু, তপস্বী, জ্ঞানবান মনুষ্যের সংসর্গ গ্রহণ ও প্রাচীন২ মুক্তিজীবিগণের কার্য্য চরিত্রাদির আলাপ প্রসঙ্গ ও মহাজনোক্ত গীত, বাক্যাবলির অনুশীলন এবং সামান্যতঃ লোকেরা যে আলাপ ব্যবহারাদি করিয়া থাকে, তাহা হইতেও অন্বেষণ পূর্ব্বক সারগর্ভ কথাগুলি গ্রহণ করিয়া এবং কতক২ মূল শাস্ত্রাদির প্রমাণ শ্রবণ দর্শনেও অন্যান্য গ্রন্থের চর্চাসহ বিবিধযুক্তি বিচারে নিরন্তর চিন্তা দ্বারা তত্ত্ববিষয়ে কথঞ্চিৎরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হই, যদ্যপি তাহা বিজ্ঞতম মহাত্মাদের সম্বন্ধে প্রচুর নহে, কিন্তু আমার ঐ ঐশতত্ত্ববিষয়ী কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তের বিনোদন এক প্রকার তাহাতেই সুসিদ্ধ হইয়াছিল।

সত্য বটে, স্বয়ং অকৃতবিদ্য ও ক্ষীণপ্রজ্ঞ, সহজেই ঐ উপদেশগুলি প্রমাণসহ কিনা পরীক্ষা দ্বারা বিবেচনা করিতে অশক্ত বিধায় তাহার সত্য সম্বন্ধে সংশয় হইতে পারে, হইলেও অল্পকাল নহে অনেকানেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্ঞানবান লোকদের পরস্পর২ শাস্ত্রীয় আলাপ প্রসঙ্গাদি সময়ে তথায় সমুপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের আলাপ বক্তৃতাদি সুদৃঢ় মনোযোগে শ্রবণ ও আবশ্যকমত জিজ্ঞাসাবাদদ্বারা ঐ বিষয়ে যে পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে কথিত প্রাপ্তোপদেশ প্রায়ই সপ্রমাণ ও যথার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং অপ্রামাণিক কতক কতক যে ভ্রান্তি ছিল, তাহারও নিরসন হইয়া গিয়াছে।

সে যাহাহউক কথিত আছে, যে লৌহাদি ধাতু যতই সম্মার্জ্জিত হয়, ততই পরিষ্কার ও মূল্যবান হইতে পারে। তদ্রূপ সাধু বিজ্ঞতমদ্বারা ঐ-শতত্ত্বানুশীলন যতই করা যায়, সুবোধ মনুষ্যেরা ততই তাহাতে সদুপ-দেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং ঐ উপদেশ যে পর্যান্ত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাই প্রচুর জ্ঞানে ক্ষান্ত থাকা অপেক্ষা সাধু সুবিজ্ঞ তপস্বী মহাত্মাদের সহিত অধিক আলোচনা করিয়া বিলক্ষণরূপে তত্ত্বোপদেশ লাভ করাই শ্রেয়স্কর। এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রবর্ত্তনাই এই গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজক।

কে না বলিতে পারেন, যে অকৃতবিদ্য ক্ষীণপ্রজ্ঞ লোকদের এপ্রকার শুদ্ধ দর্শন প্রবণেচ্ছা অন্ধ বধিরের ন্যায় বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু নিতান্ত বাস-নানুরোধ ত্যাগ করা যায়না। সুতরাং (যত্নে সকলি সিদ্ধ হয়) এইপ্রাচীন উপদেশ বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া এই মহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হই, এবং বহু যত্ন প্রয়াসে একরূপ কৃতকার্য্য হইলেও প্রথম শিক্ষিত শিল্পিদের শিল্পের ন্যায় পরিষ্কার ও পারিপাট্যতার বিস্তর অভাব ছিল।

বিজ্ঞতম বিখ্যাত পুরাণবাদী শ্রীযুক্ত কালীনাথ বিদ্যালঙ্কার ও তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক এইগ্রন্থ সংশোধিত হয়, তাহাতেই প্রকটন বিষয়ে সাহস প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকানেক পণ্ডিত মণ্ডলীতে এই গ্রন্থ সমুপস্থিত হইয়া বিবেচিত ও তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রসং-শিত হইয়াছে। সুতরাং সাহসে পরাঙ্মুখ না হইয়া প্রকাশ করা গেল।

গ্রন্থ গৌরবান্বিত হউক বলিয়া অধিক প্রয়াস নাই। ফলতঃ অসার চিন্তা দ্বারা অচিন্তনীয় (তত্ত্ব নির্ণয় মূলক) এই প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল, ইহাতে সঙ্কেতে সংক্ষেপে তপঃ প্রণালী ও যোগ নিয়মাদির সার২ ব্যাখ্যা এবং অনেকানেক মূল শাস্ত্রের ভাব লইয়া যুক্তি আন্দোলন করা হইয়াছে। সুতরাং আপাততঃ অপেক্ষাকৃত বিস্তর কাঠিন্য দৃষ্টি হইতে পারে। পাঠকবর্গ প্রথমতই তদ্দৃষ্টে ঔদাস্য না করিয়া মৎকৃত চিন্তার কিয়দংশের কাংশিত্ব গ্রহণ করিয়া যদি বিশেষ বিবেচনা করিতে স্বীকার করেন, তবেই গ্রন্থের দোষাদোষ যথার্থরূপে বিবেচিত হইতে পারিবে।

শুঁড়াপুর।
১২৭৪। ২০ ভাদ্র। } শ্রীআশুতোষ রায়।

শ্রীমদ্ গুরুদেব।

গুকার, বিকার ধ্বান্ত, রুকার তাহার শান্ত,
গুকারে রুকার নিরূপণ।
যোগ অর্থে সিদ্ধনাম, গুরু ব্রহ্ম আত্মারাম,
চিদানন্দ নিত্য সনাতন ॥
এই মাত্র নামোদ্ধার, কেজানে বিশেষ তার,
কেবা সেই কি তার নির্ণয়।
নাহি কিছু নিরূপণ, হয় নয় সর্ব্বক্ষণ,
অনির্ণয়ে সদাই সংশয় ॥
তাই বলি নাই বলি, কিম্বা বলি সে সকলি,
কি বলিব আছে কি বলিতে।
যাহা বলি তাহা হয়, না বলিলে কিছু নয়,
কি আশ্চর্য্য তাঁহায় স্মরিতে ॥
এবড় বিষম ভাব, ভাবিলে না রহে ভাব,
কিবা লাভ অভাব ভাবিয়া।
সেই ভাব, ভাব বসি, যাতে হাতে পাবে শশী,
হবে সুখী তিমির তাড়িয়া ॥
কিন্তু তাহা সূক্ষ্মতম, বুঝিতে বাড়য়ে ভ্রম,
ভ্রম সার যে না বোঝে তার।

যে জন বুঝিতে পায়, বায়ুভরে চলে যায়,
যথা সে, কমল সহস্রার ॥
তাহার কেশর পর, দেখে বন মনোহর,
আনন্দ কানন যার নাম।
কি আশ্চর্য্য উপবন, ছয় রাগে দ্বিজগণ,
পরে বুলি সদা আত্মারাম ॥
মধ্যে সুরতরুবর, শোভে অতি উচ্চতর,
চারি শাখা তাহে নিরূপণ।
চতুর্ব্বর্ণ ফল তায়, কি আশ্চর্য্য শোভাপায়,
ভুঞ্জয়ে সে বনবাসিগণ ॥
তম্মূলে বেদিকারত্নে, যোগীর পরম যত্নে,
বিরাজিত ব্রহ্ম সনাতন।
যোগীর ভাবনা মত, হইতেছে অবিরত,
তাহা হতে সুধার ক্ষরণ ॥
সুচীরন্ধ্রে হস্তী যায়, তবে অই তত্ত্ব পায়,
এতত্ত্বে বিপত্তি কত কব।
তত্ত্ব করি বোঝ তত্ত্ব, যে জন জানহ তত্ত্ব,
চিত্তে চিন্তি ভাব শিব, শব ॥
সে গলিত মকরন্দ, পানে হয় সদানন্দ,
নিরানন্দ সব যায় দূর।
যম অধিকার তরে, আনন্দে বিশ্রাম করে,
অবিরাম নিত্যানন্দ পুর ॥
উড়ি বসি হেন স্থানে, দিবানিশি ঐক্য জ্ঞানে,
আনন্দে পরম মধু খায়।

সে মন ভ্রমর ধন্য, ভ্রমেনা চাহিয়া অন্য,
কিছার সামান্য মধু তায় ॥
ব্রহ্ম পদ তুচ্ছগণে, ভ্রমে কি সে বনে বনে,
মজি থাকে মোক্ষরস সেবনে।
এমনি সে রসে রসী, স্থির হয়ে থাকে বসি,
চলেনা টলেনা এক ক্ষণে ॥
ক্ষণকাল নাহি ভূলে, আকর্ষিয়া প্রেম হুলে,
নিভায় জঠর বৈশ্বানরে।
সেকি চায় অন্য রস, চিনিয়াছে মোক্ষরস,
মজিয়াছে চিরকাল তরে ॥
কি রস সে রসে পায়, সে জানে যে মজে তায়,
অন্যে কি তা জানে অনুমানে।
আপনি চিনিয়া মর্ম্ম, সাধিছে আপন কর্ম্ম,
ভেকে কি ভৃঙ্গের মর্ম্ম জানে ॥
যার মনষট পদ, এড়িয়ে সে ষট হ্রদ,
মোক্ষ হ্রদে বসে অক্ষদলে।
ভেক মক মাকি সার, ভৃঙ্গ তুলি নিছে সার,
বিস্তার কি বলিব কৌশলে ॥
যে বোঝ রে চল চল, রবি যায় অস্তাচল,
নলিনী কি পাবি যামিনীতে।
নিজ কুলশক্তিধর, দুপাখায় ভর কর,
কি করে বসায়া ধরণীতে ॥
সরসীবিহারী স্মর, শুদ্ধ পথে যাত্রাকর,
পাশ গিয়া সরস কমলে।

একটানে পিয়ে সুধা, নিভাও জনম ক্ষুধা,
আর না আসিবে ধরাতলে ॥
ধরা, জল, বহ্নি, বাত, হতে তোর যে উৎপাত,
আকাশ হইয়া সব যাবে ।
রহিবে না পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখে দিকে শূন্য,
সুদুর্ল্লভ শান্তির প্রভাবে ॥
কি আর বিশেষ কব, বোঝহ পণ্ডিত সব,
চিন্তাকরি অন্তর বিবরে ।
যদি না বুঝিতে পাও, তবে ভাই ক্ষান্ত দেও,
কায নাই এবিচার তরে ॥
থাকিতে সে সুধাহ্রদ, কেন অরে যট্ পদ,
বিষ ফুলে বঞ্চ চির দিন ।
পুনঃপুনঃ যত বলি, শুননা কি মন অলি,
হের নাকি বিষে তনু ক্ষীণ ॥
মিছা অনুযোগ বলি, তুমিত অশক্ত অলি,
যুক্তিতে কি করে শক্তিহীনে ।
শক্তি যুক্তিবান যারা, পার হয়ে গেল তারা,
পারাবার, কোথা পার ক্ষীণে ॥
উড়িবারে চাও তুমি, পার কি ছাড়িতে ভূমি,
ঘুড়ি ঘুড়ি পড় ধরাতলে ।
হায় কি বিষম দায়, এদুঃখ বলির কায়,
বদ্ধ শ্বান কত দূর চলে ॥
কি আর উপমা দিব, ই কার বিহীন শিব,
পেয়ে মোরা হইয়াছি মত্ত ।

এ শবে কোথায় শিব, মিছামিছি কি বলিব,
লাভ হতে ভুলায় সে তত্ত্ব ॥
অরে মন তাই বলি, তুমিত অশক্ত অলি,
আমিও তোমারি অনুগত।
দুজনে বিরলে বসি, সে পীযুষ রসে রসি,
তত্ত্বালাপ করি মনোমত ॥
ভাগ্যগত ফল পাই, বুঝিনু অদৃষ্টে নাই,
ইষ্ট লাভ ঘাড়ে মোর শান।
এবার না ফলিবারি, ভাগ্যে যদি কোন বার,
ফলে, খাবি, রাখ মনে গণি ॥
বিষম কালের ফেরে, সদাই ভ্রান্তিতে ঘেরে,
যাগ চিত্তে তত্ত্ব চিন্তামণি।
দাও যুক্তি সুবিচার, মনে করিবারে সার,
রচি গ্রন্থ "যুক্তি চিন্তামণি" ॥

ধন নাই শক্তি নাই ভিক্ষা কোথা পায়।
তাতেই কি ইচ্ছেনা সে সুভোগ্য সেবায় ॥
অন্ধের কি আছে শক্তি নয়নে হেরিতে।
তাতেই কি ইচ্ছেনা সে সুদৃশ্য দেখিতে ॥
কালা কি শুনিতে পায় রসাল সুকাব্য।
তাতেই কি ইচ্ছেনা সে শুনিতে সুশ্রাব্য ॥
আতুর কাতর বড় কি শক্তি চলিতে।
তাতেই কি ইচ্ছেনা সে ভ্রমণ করিতে ॥
এ সকল ইচ্ছে যদি সাধ্য বিপরীতে।
মম ইচ্ছা কিসে দোষী এগ্রন্থ রচিতে ॥
বরঞ্চ দোষিতে পারি দোষবাদী জনে।
করে নাকি পরীক্ষা সে আপনার মনে ॥
শক্তি প্রতি প্রতীক্ষিত করে কার মন।
তাহলে কি হতো কারো আশা দুর্ঘটন ॥
মম গ্রন্থ বিরচন বটেত তেমতি।
ভরসা কেবল মাত্র সাধু দৃষ্টি প্রতি ॥
সাধুর সরল দৃষ্টি সব দোষ হরে।
নির্দ্দোষ হইবে গ্রন্থ যদি দৃষ্টি করে ॥
কি কাজ মিনতি তাঁর স্বভাব চরিতে।
আপনি পারিবে গ্রন্থ স্বদোষ শোধিতে ॥
ইতর অশান্তজনে কি ফল তুষিয়া।
তুষিলেও দোষী করে স্বভাবে মাতিয়া ॥
তবে আর ক্ষমা ভিক্ষা কোন প্রয়োজন।
চায় তাই গ্রন্থকার সাধু সম্ভাষণ ॥

যুক্তি-চিন্তামণি।

উপক্রমণিকা।

পরমতত্ত্ববেত্তা তত্ত্ববিৎ নামধেয় একজন প্রাচীন পণ্ডিত পূর্ণানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া নির্জ্জনে শান্তিমণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময় শাস্ত্রবিৎ নামধারী একজন বিজ্ঞ যুবক নানাস্থান পর্য্যটনে, নানাস্থানে নানাপ্রকার প্রাকৃতিক শোভা প্রদর্শনে এবং অলৌকিক ঐশিক ক্ষমতা পরিচিন্তনে প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া তদীয় সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরের পরিচয় পরিগ্রহণ করিয়া প্রাথমিক আলাপ উপসংহার করিলে শাস্ত্রবিৎ আহ্লাদিত চিত্তে কহিলেন, মহাশয়! সৌভাগ্যক্রমে আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। একান্ত অভিলাষ, ঐশিক তত্ত্বালাপ পীযুষপানে আত্মাকে পরিতৃপ্ত করি। বিশেষতঃ বহুদিন হইতে আমার মনোমধ্যে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রসমূহের সার তত্ত্ব জানিবার কৌতুহল প্রবল হইয়া রহিয়াছে। সময় সময় কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ সমীপে প্রশ্ন করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা কেহই যথোচিতরূপে আমার কৌতুহল বিনোদন করেন নাই। ভরসা করি মহাশয় অদ্য আমার সেই চির কৌতুহলের চরিতার্থ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। তত্ত্ববিৎ সহর্ষে কহিলেন, আপনার হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, প্রশ্ন করুন, জিজ্ঞাসা বৃত্তির তৃপ্তি সাধনে যথাসাধ্য প্রয়া-

স পাইতে পরাঙ্মুখ হইব না। শাস্ত্রবিৎ প্রশ্ন করিলেনঃ—

১। প্রশ্ন। ঈশ্বর কিম্ভুত, কিম্প্রকার কদাপি কাহার নয়ন গোচর হন নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, নদ, নদী, শিখর, নির্ঝর প্রভৃতি পদার্থ সকল আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছি, কেহ যদি এই সকলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, আমরা অল্পায়াসে দৃষ্ট পদার্থ গুলির লক্ষণ করিয়া প্রশ্ন কর্ত্তাকে বুঝাইয়া দিতে পারি, কিন্তু কেহ ঈশ্বরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে এমন সহজে বুঝাইয়া দিতে পারি না। যাহা প্রত্যক্ষ গোচর না হয়, অন্যকে তাহার বিষয় কি সহজে বুঝাইতে পারাযায়? কখনই না। তবে বিশ্বকার্য্য বীক্ষণ করিয়া তাহার কারণ রূপে যে ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। সত্যবটে, ধূম দৃষ্টি করিলে অগ্নির এবং এক রম্য হর্ম্ম দর্শন করিলে তাহার নির্ম্মাতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এই স্বীকৃতির অপলাপও করা যাইতে পারে। মহাশয় ক্ষমা করিবেন, এস্থলে সত্য প্রকাশের নিমিত্ত আমাকে নাস্তিকদিগের মতে তর্ক করিতে হইল, তাহারা ত বিশ্ব কার্য্যের কোন কারণ স্বীকার করে না। তাহারা বলে, শরীর হইতে জীবাত্মা পৃথক নহে, যেমন একমাত্র বীজ মধ্যেই পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক, ও রূপ রসাদির উৎপাদিকা শক্তি অন্তর্হিত রহিয়াছে, গভীভুক্ত তৃণ ও উদক হইতেই যেমন পৃথক স্বভাব সম্পন্ন দুগ্ধ ও ঘৃতের আবির্ভাব হইতেছে, দ্রব্য নিচয় (গুড় তণ্ডুল ইত্যাদি) সলিল মধ্যে নিহিত থাকিলেই মাদকতা শক্তি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ একমাত্র শুক্র হইতে বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত, শরীর ও গুণাদি সমুদায় আবির্ভূত হইয়া থা

কে। যেমন কাষ্ঠ দ্বয়ের সংঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয়, এবং সূর্য্যকান্ত মণি যেমন সূর্য্য রশ্মির সংযোগে অগ্নি উৎপাদন এবং হুতাশন সন্তপ্ত-দ্রব্য যেমন সলিল শোষণ করে, তদ্রূপ জড় পদার্থ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই স্মরণজ্ঞান জন্মে। তখন অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহকে পরিচালিত করে, সেইরূপ ঐ জ্ঞানপ্রভাবে সমুদায় ইন্দ্রিয় পরিচালিত হইতে থাকে। অতএব আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। যাহারা ভূতাত্মক দেহে আত্মার সংযোজন কার্য্য প্রদর্শাইয়া তদ্দ্বারা তাহার কারণত্বে ঈশ্বরকে নির্দ্দেশ করেন, এই মতে তাহাদিগের যুক্তি নিরাকৃত হইতেছে। কার্য্য কারণত্ব সূত্রে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবার যে একবর্ত্ম বর্ত্তমান, এই সকল বিতর্ক বাদে তাহাও কণ্টকাকীর্ণ বোধ হয়। অনুমান লোকের সংস্কার ভেদে বহুবর্ত্মে প্রধাবিত হয়, সুতরাং বিভিন্ন সংস্কার বিশিষ্ট অসংখ্য লোকের ঐকমত্যে অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপিত হওয়ার সম্ভাবনা কি?

১। উত্তর। ভদ্র! আপনার মতে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য নহে। অনুমানের উপলব্ধিও আপনার উপেক্ষিত। এস্থলে প্রত্যক্ষের সূক্ষ্মানুসন্ধান লওয়া অগ্রে আবশ্যকীয়। প্রত্যক্ষ কাহাকে কহাযায়? এই প্রশ্ন যদি কোন শব্দশাস্ত্রবিতের নিকট উত্থাপন করেন, তিনি উত্তর করিবেন, যাহা অক্ষিগোচর হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ, কিন্তু বিশেষ তত্ত্বদর্শীদের মতে প্রত্যক্ষের কেবল ঐমাত্র অর্থ নহে, তাঁহাদিগের মতে ইন্দ্রিয় সমূহদ্বারা যাহাকিছু অনুভূত হয়, তাহাই প্রত্যক্ষের উপপাদ্য।

প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার, যথা, চাক্ষুষ, ঘ্রাণজ, শ্রাবণ, ত্বাচ, রাসন, এবং মানস। যাহা চক্ষুর্দ্ধারা গোচরীভূত হয়, তাহাকে চাক্ষুষ, যাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়, তাহা ঘ্রাণজ, যাহা শ্রবণ দ্বারা উপলব্ধ হয় তাহা শ্রাবণ, যাহা ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়, তাহা ত্বাচ, যাহা রসনা দ্বারা অনুভূত হয়, তাহা রাসন, এবং যাহা মনঃদ্বারা অনুভূত হয়, তাহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে। ঈশ্বর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে লক্ষিত হন না বলিয়া আপনি এরূপ মনে করিবেন না যে, পরমেশ্বরকে জানিবার উপায় নাই। উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষের সাহায্যে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার বিলক্ষণ সদুপায় রহিয়াছে। কেহই এই ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষের অপলাপ করিতে পারে না। দেখুন, উদ্যান সমাগত সমীরণ যখন নাসিকায় সৌরভ উপহার প্রদান করে তখন সেই সেই সৌরভের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষতা থাকেনা, তথাপি তাহা মানব মাত্রেরি অনুভূত হইয়া থাকে; এইরূপ দূরস্থ কোকিলাদির শব্দ শ্রবণ করিয়া লোকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষতার অভাবেও তাহার অনুভব স্বীকার করে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সমীর লক্ষিত হয় না, কিন্তু শীতাদি অনুভূত হওয়াতেই তাহার অস্তিত্ব কে না স্বীকার করিতেছে? এইরূপ মন আবার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হইলেও প্রমাণানুশীলনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। এই প্রমাণ আবার তিন প্রকার, অনুমিতি উপমিতি, শাব্দ। সকল প্রকার প্রত্যক্ষের সহিত অনুমিতির কার্য্য স্বীকার করিতে হয়। নতুবা কেবল প্রত্যক্ষ সমূহ দ্বারা কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারেনা। নাস্তিকেরা ভূতোৎপন্ন দেহে আত্মার পৃথক অস্তিত্ব যে স্বীকার করেনা, চা-

ক্ষুষ প্রত্যক্ষের অভাবই তাহার কারণ। কিন্তু অনুমিতির সাহায্য স্বীকার করিলেই এই বিতর্ক খণ্ডন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি ভূত সকলের মিশ্রণেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, তবে মৃত দেহে তাহার অভাব হয় কেন? তখনত সেই দেহ হইতে ভূত সকলের অপগম হয়না। এস্থলে এই আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে ভূতের সংযোজনে যে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি সমুৎপন্ন হইয়া চৈতন্য উৎপন্ন করে, মৃত্যু তাহা বিকৃত করিয়া ফেলে, সুতরাং ভূত সমূহের সংযোজন সত্ত্বেও চৈতন্যের অপগম হয়। এস্থলে অনুমানে অগ্রাহ্যকারী নাস্তিকদিগেরও যে অনুমান স্বীকার করা হইল, কারণ ভূতের মিশ্রণে যে অনির্ব্বচনীয় পদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার কিছু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। অথচ তাহাদিগের (ভূতসকলের) মিশ্রণে যে একশক্তি সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা স্বীকার করাইতে অনুমান অস্বীকার করিলে পিতৃত্বেও বিশ্বাস স্থাপিত হয়না, দেখ কে কাহার জন্মদাতার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হয়? অতএব যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণে নিরূপিত না হয়, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ এই প্রমাণ ত্রয়ের সাহায্যে তাহার নির্ণয় করাই যুক্তি সঙ্গত।

ইহা সত্য বটে যে দাহ্যবস্তুর সহিত অগ্নির সংযোগ হইলেই দগ্ধ হয়, এবং সেই অগ্নির শিখা শিরে ধূম উত্থিত হয় ইহা স্বভাব ধর্ম্ম। এই স্বভাবধর্ম্মে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কারণ কিছুই নাই। কিন্তু ভূত সকলের সংযোগে সেইরূপ চৈতন্যের স্বভাবতঃই যে আবির্ভাব হয়, কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? ভূতাত্মকদেহে যখন চৈতন্য পদার্থের কার্য্য স্ব-

রূপ আবির্ভূত হওয়া প্রমাণিত হইতেছে, তখন তাহার কারণ থাকা সহজেই স্বীকার্য্য। যেহেতু ভূত অচেতন, তাহাতে যে চৈতন্যের আবির্ভাব তাহা নৈসর্গিক নহে। অচেতন কখনই চেতন উৎপাদক হইতে পারেনা। অতএব চৈতন্য স্বরূপ যে কারণ, তিনি পরমকারণ পরমেশ্বর।

২। প্রশ্ন। পরমেশ্বর, একমাত্র, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, পরাৎপর, নির্ব্বিকার, নিরাকার, অক্ষয়, অব্যয়, নির্ম্মল, চৈতন্যস্বরূপ, তিনি দয়ার নিধান। তাঁহার মহতী ইচ্ছায় এই জগৎ সৃষ্ট হইয়া তৎকর্ত্তৃক পালিত এবং রক্ষিত হইতেছে। তিনি অসীম অনুকম্পা বিতরণ করিয়া আমাদিগকে অশেষ প্রকার সুখৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের উচিত তাঁহার প্রতি নিয়ত কৃতজ্ঞ ও ভক্তিমান্ থাকিয়া, তদীয় প্রদত্ত সুখসম্ভোগ করি। তিনি আমাদের সেবনীয়, তিনিই আমাদের উপাস্য, তিনিই আমাদের ত্রাণকর্ত্তা। কিন্তু যাহারা এই বিশ্বজাত বিবিধ সুখসম্ভোগ ও দারা পুত্র পরিবার পরিহার পূর্ব্বক, পশুবৎ অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিয়া বাতাতপ ক্লেশ সহ্য করতঃ অনাহারে, ব্রতনিয়মাদি পরবশ থাকিয়া, নানাশাস্ত্র নানামত উল্লেখ করিয়া নানাভাবে ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরকে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে কি ঈশ্বরভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? বরং ন্যায়তঃ তাহারা ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনাপরাধে, অপরাধী।

২। উত্তর। পরমেশ্বরকে আপনি যে সকল বিশেষণে বি-
শেষ করিলেন, তাহাতে তাঁহার অদ্বৈততার, নির্ব্বিকারিতা
র এবং অখণ্ডতার প্রতি সম্পূর্ণ অপবাদ দেওয়া হয়। যি-
নি নির্ব্বিকার, তাঁহার ইচ্ছা জন্মিবার সম্ভাবনা কি? এই
বিকারোৎপন্ন জগৎকে তাঁহা হইতে পৃথক বলিয়া প্রতিপ
ন্ন করিলে, তাঁহার অখণ্ডত্বইবা কি প্রকারে রক্ষিত হয়?
ফলতঃ তিনি বিশ্বরূপ, বিশ্ব তাঁহাহইতে পৃথক এক পদা
র্থ নহে।

পরমেশ্বরকে পালয়িতা জানিয়া যে ভক্তিশ্রদ্ধা করা
এবং তাঁহার ধন্যবাদে জিহ্বা বিস্তার করাই উপাসনার শে
ষ হইয়াছে, এরূপ নহে। ইহলোকে পালিত ব্যক্তিবর্গ পা
লকের নিকট কৃতজ্ঞ এবং ভক্তিমান নাথাকিলে পালক যে-
মন কুপিত, হন, তিনি সেরূপ হন না, তিনি তোষামোদ
প্রিয় নরপ্রভুর তুল্য নহেন, যে তাঁহার স্তুতিবাদ নাকরিলেই
দুঃখিত হইবেন, আর গুণানুবাদ শ্রবণ করিলেই হর্ষবিকসি
তচিত্ত হইবেন, তিনি সামান্য শিল্পিক নহেন, যে তাঁহার
বিশ্ব-রচনা-কার্য্যের প্রশংসাবাদ, ধন্যবাদ শ্রবণ করিলে আ
হ্লাদিত ও প্রসন্ন হইবেন। ফলতঃ পরমেশ্বরকে স্রষ্টা বলি
য়া ভক্তি করিলে, ধন্যবাদ প্রদান করিলে, এবং পালয়িতা
বলিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেই উপাসনার পর্য্যাপ্তি লাভ
হয় না। যাহারা বিবিধ বিলাস দ্রব্য পরিপূর্ণ সুরম্যহর্ম্ম্যোপ-
রি, পরিবার পরিবেষ্টিত থাকিয়া বিষয়রসে নিমগ্ন থা-
কিয়া মধ্যে২ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহার উপা
সনা কার্য্যসম্পন্ন করিলাম বলিয়া শ্লাঘা করেন, তাঁহারা ভ্রা

ন্তির হস্ত এড়াইতে পারেন না। যদি বিষয়ের মধ্যস্থলে থাকি-য়া ঈশ্বরের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে শান্তিরসাস্পদ অরণ্যবাসী নিস্বয়োদাসী, কন্দমূলফলাশী, সর্ব্বত্যাগীর অরণ্য মধ্যে উপাসনা কার্য সম্পন্ন হইবার বাধা কি? বরং তথায় চি-ত্তের বৈকল্যসাধক কোন উপদ্রব নাই। পরিবার পরিবেষ্টিত থাকিলে মায়া বশতঃ মনোভ্রান্তির যাদৃশী সম্ভাবনা, পরিবার পরিত্যাগীর তেমন সম্ভাবনা কোথায়? ফলতঃ ঈশ্বরকে সম্প র্ণরূপ জানিবার নিমিত্ত যাহারা অরণ্যাশ্রম গ্রহণ করেন, কি বিবিধ প্রকার জপ, তপ, নিয়ম ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁ হাদিগকে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনকারীবলিয়া সিদ্ধান্ত করাযাই তে পারে না।

৩। প্রশ্ন। যিনি অচিন্ত্য, অনন্ত্য, এইঅপরিমিত বিশ্ব স-ম্রাজ্যের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা, যাহার নিয়ম শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া চন্দ্র, সূর্য্য যথাসময় সমুদিত হইয়া বিশ্বরাজ্য আলো কিত করিতেছেন, যাহার আদেশ অনুবর্ত্তী হইয়া জগত জী বন সমীরণ জগন্মণ্ডলে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইয়া জগতের জীবন রক্ষণ করিতেছেন, যাঁহার আদেশে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে, যাঁহার নিয়মে শীত বস-ন্তাদি ঋতু সকল পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া বিশ্বের অ শেষ কুশল সাধন করিতেছে. যাঁহার অনন্তজ্ঞান, অসীমশ-ক্তি, অপার কৌশল, অনির্ব্বচনীয় মহিমা, যিনি সর্ব্বাশ্রয়, স-র্ব্বেশ্বর, সর্ব্বমঙ্গল, সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বনিয়ন্তা, তিনি নিরয়ব, অদ্বিতী য় পরমেশ্বর। মনুষ্য জড়, শরীরস্বষ্ট পদার্থ। ঈশ্বর তে মন নন, তাঁহার শরীর নাই, তিনি জড়দেহ-বিশিষ্ট ইহ

কোন মতেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। ঈশ্বর সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বশক্তি-মান! যাহার শরীর আছে, তাহার পতন আছে, যাহার পতন আছে তাহার প্রাণীর ন্যায় সকল আছে। ঈশ্বরের শরীর স্বীকার করিলে তাহার জন্ম মৃত্যু সম্ভব। জন্ম মৃত্যু হ্রস্ব বৃদ্ধির অধীন, তাহার আবার ঈশ্বরত্ব কিরূপে সম্ভবে? সুতরাং ঈশ্বর নির্দ্দেহ, নির্লেপ।

অতএব যাহারা ঈশ্বরের কোনরূপ কল্পনা পূর্ব্বক মূর্ত্ত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া তদর্চ্চনা করতঃ ঈশ্বরের অর্চ্চনা বিষয়ে কৃতার্থ-স্মন্য জ্ঞান করে, তাহাদিগের ভ্রান্তি বলিলে বোধ হয় অসত্য বলা হয় না।

৩। উত্তর। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান; সর্ব্বনিয়ন্তা ইহা অস্বীকার্য্য নহে। তিনি যে সমুদায়ের স্রষ্টা একথা কোন্ আস্তিক অস্বীকার করিতে পারে? তিনি সৃজন করিয়াছেন, সৃষ্টির সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি চন্দ্র সূর্য্য রচনা করিয়াছেন, বিশ্ব আলোকিত হইতেছে। তিনি জগৎজীবন সমীরকে জগৎজীবনী শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সমীরণ জগন্ময় সঞ্চারিত হইয়া বিশ্বের কল্যাণ সাধন করিতেছে। ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, দেখ, বায়ু সাধারণ ভাবে যৎসামান্য পদার্থ বই নহে, কিন্তু গুণ সম্বন্ধে কেমন মহৎ ও বৃহৎ। কোন্ জড় বুদ্ধি স্বীকার করিবে, বায়ু সাগরে সন্তরণ করিয়া প্রাণিপুঞ্জ জীবিত রহিয়াছে? ইহা কত বড় অদ্ভুত ও অসম্ভবনীয় কাণ্ড! কিন্তু ঈশ্বরের এমনই বিচিত্র কৌশল যে তাঁহার অনন্ত কৌশলে অভাবনীয় অতর্কনীয় ব্যাপারও অসত্য নহে। যাহা মানব বুদ্ধিতে সম্ভবনা উপলব্ধি মাত্র হয় না,

ঐশ্বরীয় ক্ষমতায় তাহাও সুসম্পন্ন হইতেছে। যিনি অদেহ অলক্ষ্য হইয়াও এ বিচিত্র বিশ্ব ব্যাপার সুসম্পন্ন করিতেছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে সদেহ হইবেন বিচিত্র কি? সত্য বটে মনুষ্য জড়দেহ-বিশিষ্ট, কিন্তু সেই অদ্বিতীয় মায়াবী ও অদ্বিতীয় কৌশলী কি জড়দেহ ব্যতীত কোনরূপ পৃথক দেহ-ধারণে সক্ষম নহেন? যিনি ভূতের কৌশলে এই বিচিত্র মনুষ্য দেহ উৎপাদন করিতে পারিতেছেন, তিনি কি এই ভূতাতীত কোন দেহ গ্রহণে সক্ষম নহেন? যাহা হইতে এই অনন্তকৌশল সম্পন্ন বিশ্ব সঞ্জাত হইল, তাহার মানবদেহাতীত গুণ বিশিষ্ট দেহ গ্রহণ কোনমতেই বিচিত্র নহে। ফলতঃ তাঁহার যে তনুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা আমাদিগের এই জড় দেহের সমানধর্ম্মা নহে। বস্তুতস্তু অপনি যে যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের নিরাকারত্ব প্রমাণিত করিতেছেন, সেই যুক্তিতে সাকারত্বও প্রতিপন্ন হইতেছে। বিচার মুখে সাকারবাদী অপেক্ষা নিরাকার বাদীর শ্রেষ্ঠতা কোন রূপেই রক্ষিত হয় না। মানব বুদ্ধি ঈশ্বরের নিরাকারত্ব বিনির্ণয়নে যতদূর সক্ষম, সাকারত্ব প্রতিপাদনেও তদপেক্ষা দুর্ব্বল নহে। অতএব তত্ত্ব নির্ণয়নে নিবৃত্ত হইয়া সাকারবাদীদিগকে অবজ্ঞা করা অনভিজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র।

৪। প্রশ্ন। যদিও মানববুদ্ধি দুর্ব্বলা ও ভ্রমসঙ্কুলা, তথাপি ইহা যে ঈশ্বর তত্ত্ব বিনির্ণয়নে একবারে অশক্তা এমন সিদ্ধান্ত করা যুক্তি সঙ্গত নহে। বিশ্বকার্য্য কলাপের নৈপুণ্য চিন্তা করিয়া দেখিলে অবশ্যই ঐশিকতত্ত্ব কতদূর বুদ্ধিস্থ হইতে পারে।

দেখুন, আপনি ঈশ্বরের শরীর স্বীকার করিতেছেন, অথচ প্রত্যক্ষীভূত শরীরের অবস্থা হইতে তাহাকে পৃথকধর্ম্মা কহিতেছেন, ইহা কেবল তর্ক প্রাবল্যমাত্র। যখন ঈশ্বরকে দেহ প্রদান করিতেছেন তখন সেই দেহও ভূতাত্মক স্বীকার্য্য, ভূতাত্মক দেহ ধ্বংসের অনধীন নহে। ধ্বংসাধীন পদার্থের নিরাকারত্ব প্রাপ্তিই চরম অবস্থা। অতএব ঈশ্বরের নিরাকারত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

৪। উত্তর। সত্য, ব্রহ্মাণ্ডস্থ পদার্থ মাত্রেই ধ্বংসের অধীন। এই ধ্বংস কি? পদার্থের বিভাব প্রাপ্তি। পদার্থ স্বভাব ও বিভাবের অধীন থাকিয়া, যখন বিভাবত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই সভাব ধ্বংস হইয়া যায়। সভাব বিভাব কি? পদার্থের সভাবত্বের ধ্বংসন বিভাব, এবং বিভাবনের ধ্বংসন ভাব। বিভাবনের উপস্থিতিতে সভাবের লোপ এবং সভাবের উপস্থিতিতে বিভাবের বিলোপ হইয়া থাকে। সমুদয় পদার্থকেই মানবজাতি এই সভাববিভাবশৃঙ্খলে নিবদ্ধ করিয়া গণনা করিয়া আসিতেছে। যখন মূলের অভাবদশা বর্ত্তে তখন তাহাকে নির্ম্মূল বলিয়া বর্ণনা করে, আবার যখন অনুসন্ধান দ্বারা কোন মূল প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে তদ্বিপরীতে সমূল বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এইরূপ আলোকের অভাবে নিরালোক, নিরালোকের নিরসনে আলোক, ধন অভাবে নির্ধন, ধন সভাবে সধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যখন মানববুদ্ধিতে কোন পদার্থের আকার উপলব্ধি হয় তখন তাহা সাকার তদভাবে নিরাকার বাচ্য, এইরূপ আকারের অভাবে নিরাকার. নিরাকার অভাবে সাকার পদবাচ্য মাত্র।

ফলতঃ ধ্বংসপরিণামী বলিয়াই যে ঈশ্বর নিরাকার এরূপ ধ্রুব সিদ্ধান্ত হইতে পারেনা।

৫। প্রশ্ন। সভাব বিভাবের পরস্পর ব্যুৎক্রমণে একের সম্মুখে অপরের বিলোপ স্বীকার্য্য, কিন্তু সভাব হইতে বিভাব না বিভাব হইতে সভাব শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়, এস্থলে ইহাই বিবেচ্য। কিন্তু দেখা যায় যে, সভাবের বিপরীতে বিভাব ব্যতীত বিভাবের বৈপরীত্যে সভাব সম্ভাব্য নহে। সভাব হইতেই বিভাব সমুৎপন্ন হয়। সুতরাং বিভাব বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও সভাব ধ্বংসনে বিভাবের উৎপাদন প্রমাণসহ হইতে পারেনা, বরং সভাব হইতে যে বিভাব উৎপন্ন, ইহাই উপলব্ধি হয়। তেজোময় ধূম হইতে সলিল সঞ্জাত হইলে ধূমের সভাব বিধ্বংস হইয়া যায়, ও তাহার বিভাবত্ব প্রাপ্তি হয়। আবার ঐ সলিল সূর্য্যকিরণে বাষ্পত্ব প্রাপ্ত হইয়া যথানিয়মে তেজে সম্মিলিত হইয়া সভাবত্ব লাভ করে। প্রবাহিত বারি হইতে বিম্বপুঞ্জ সঞ্জাত হইয়া সভাবত্ব বিনষ্ট করত বারিকে বিভাবে পরিণত করে, আবার যথাক্রমে সভাবত্ব লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই উদাহরণে তেজ এবং বারিকে বিভাব প্রাপ্ত অবস্থায় বীক্ষণ করিয়া তাহার সভাবের অভাব প্রাপ্ত অনুমান করা যাইতে পারিবে না। এই প্রকার আকার মূলক ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চক যখন অনাদি নহে, তখন তদ্ভাবজাত আকারের বিধ্বংসনে নিরাকার ব্যতীত কি অনুমিত হয়? নিরাকার আদ্যন্তমধ্যবিরহিত নিরাকার সভাব ভূতপঞ্চক বিভাব, বিভাব সময়ে ধ্বংস হই

য়া পুনরায় সভাবে পর্য্যাপ্ত হইবে, সুতরাং আদ্যন্ত রহিত ঈশ্বরকে নিরাকার স্বীকারে আপত্তি কি?

৫। উত্তর। কারণাতীত, মনোবুদ্ধির অগোচর ব্রহ্মপদার্থের স্বভাব নিরূপণে নিরাকার নির্দ্দেশই প্রচুর নহে। তিনি সাকার কি নিরাকার অথবা কিরূপ স্বভাব সম্পন্ন কিছুই নিরূপিত হইতে পারেনা। এক্ষণে অনেকে ঈশ্বরকে নিরাকার সিদ্ধান্ত করিয়া আপানাদিগকে অভ্রান্ত মন্যমান করেন। এবং সাকার বাদীকে ঈশ্বরের মর্ম্মানভিজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা করেন. বাস্তবিক নিরাকার শব্দে কেবল আকার নাই, এই মাত্র বুঝায়। মনোবুদ্ধির অগম্য বিষয়েও "নির্" উপসর্গের প্রয়োগ সম্ভবে। ঈশ্বরের স্বভাব মানব মনোবুদ্ধির অগোচর বশতঃ নিরাকার বলায় আকার বিহীন হইয়াও তাহার বাস্তবিক স্বভাব কি, নিরূপিত হয়না। যদি কেবল নিরাকার বলিলেই, ঈশ্বরের স্বভাব নিরূপিত হইত, তাহা হইলে বাচাতীত মনোতীত কারণাতীত ইত্যাদি শব্দ দ্বারাও ঈশ্বরের স্বভাব নিরূপিত হইতে পারিত। ফলতঃ যাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত তাহাই নিরাকার বলিয়া সচরাচর উক্ত হয়। কিন্তু দর্শনক্রিয়া দুই প্রকারে সম্পন্ন হয় এক বহিরিন্দ্রিয় প্রয়োগে. দ্বিতীয় অন্তরিন্দ্রিয় প্রয়োগে। এই উভয় ইন্দ্রিয় সাহায্যে মনের প্রত্যক্ষতা লব্ধ হয়। যাহা স্থূলদৃষ্টিতে অলক্ষ্য তাহাই যে নিরবয়ব এরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। পৃথিবীর অনেক পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি, ঐ সকল পরমাণু আবার এত সূক্ষ্ম যে যন্ত্রাদির সাহায্য ভিন্ন কোন মতেই দৃষ্টিশক্তির অন্তর্ব্বর্ত্তী হয় না। কিন্তু তন্নিমিত্ত কি ঐ সকল পরমাণুকে নিরবয়ব স্বীকার করা যাইবে? ভূতগণের

এত সূক্ষ্মত্বানুসূক্ষ্মত্ব যে, তাহা কোনক্রমেই মানববুদ্ধিতে নি শ্চিত হয় না। এস্থানে ভূতাতীত পরমকারুণিক পরমেশ্বর যে কিরূপ সূক্ষ্মতম পদার্থ, কি প্রকারে নিশ্চিত হইতে পারে। এমতে সেই জগত কারণকে বাঙ্মনোহগোচর বলিয়া ক্ষান্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই অজ্ঞজনেরা স্থূলকে সাকার সূ- ক্ষ্মকে নিরাকার বলিয়া তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বভাব নিরূপণা- ভিমান করিয়া থাকেন, বাস্তবিক তাঁহার সেই পরম সূক্ষ্ম স্ব ভাবের নিরূপণ সাকার বা নিরাকার, কিছুতেই হইতে পারেনা কাযেই নিতান্ত মনবুদ্ধির অগোচর বলিয়া প্রসিদ্ধরূপে ক্ষান্ত হইয়া আসিয়াছে। অতএব নিরর্থক তচ্চেষ্টায় বাগ্‌মনোবুদ্ধির চালনা না করিয়া সুযুক্তিক্রমে সেই ভববন্ধু পরমেশ্বরের অনুস ন্ধান করা কর্ত্তব্য হইলে অগোচর চিন্তা পরিহার পুর্ব্বক সূক্ষ্মানু সূক্ষ্ম ক্রমে মনোবুদ্ধির যেপর্য্যন্ত গোচর হইতে পারে, তাহারি চেষ্টা কর্ত্তব্য বিবেচনায় দেখাযায় যে যখন মনবুদ্ধির অগম্য হইলেই তাহাকে নিরাকার বলিয়া ক্ষান্ত দেওয়া হয়, তখন ম ন এবং বুদ্ধি ঈশ্বর নিরূপণে চিন্তা করিয়া যাহাই ঈশ্বর বিবেচ না করে, তাহাকেই কোন এক পদার্থ এবং সাকার বলিতে হই বে। বিশেষ ইহাও প্রসিদ্ধ কথিত আছে যে পরমেশ্বর বোধ জ ন্য আকার বিশিষ্ট বটেন, ইহাতে নিশ্চয়ানুসন্ধান পাওয়া যায় যে তিনি স্বভাবতঃ মনবুদ্ধির অগম্য এবং বোধাতিরিক্ত বিধায় বোধ হেতু আকার বিশিষ্ট হইয়াছেন।

অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে যাহাই বোধ হই তে পারে, তাহাই অবয়ব সম্পন্ন; সুতরাং জ্ঞানগম্য পর্য্যন্ত সাকার বলিতে বাধা দেখা যায় না, তৎপর জ্ঞানাতীতের

নির্ণয় কি আছে? কিছুই নাই, বাস্তবিক সাকার নিরাকার কেব ল স্থূল সূক্ষ্ম মাত্র; কিন্তু যেমন ইক্ষু রসাদির মিষ্ট আস্বাদন সেই২ বস্তু ব্যতীত অন্য পদার্থে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ সূক্ষ্মত্ব কদাপি স্থূলে বৈ পৃথক লাভ হয় না। ফল সেই সূক্ষ্ম স্বভাবই চরম, তাহার আদি অন্ত নাই। স্থূল ধ্বংসে সেই সূক্ষ্মত্বই ব র্ত্তিবে; কিন্তু তাহা স্থূলে বৈ পৃথক অনুভব হয় না। অতএব স্থূলতঃ সাকার ভাবেই ধ্যানার্চ্চনাদি করিতে হয়, নিরাকার কেবল অনির্ণয় স্থলে ক্ষান্তবাচক শব্দ এস্থলে নির্ণীত সাকার চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক তচ্চিন্তায় কাল হরণ করা কেবল আকাশ ফলাশা মাত্র।

৬। প্রশ্ন। সত্যবটে পরমেশ্বরের স্বরূপ দুরবগম্য। কিন্তু ই হা অবশ্যই বলাযাইতে পারে, যে তিনি পরমস্রষ্টা, এই জগত তাঁহার সৃজিত, তিনি জগতপ্রসবিতা, জগৎ তাঁহাইইতে প্রসূ ত, তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা, বিশ্ব তাঁহাহইতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ফলতঃ বিশ্বের সৃষ্ট পদার্থপুঞ্জ হইতে তিনি মহান। পরমেশ্ব রকে স্থূলসূক্ষ্ম যে কোন প্রকারে সাকার সাঙ্গ সিদ্ধান্ত করা যায় তাহাতেই তাঁহাকে সৃষ্ট পদার্থের সমধর্ম্মিত্ব ভাগী করি তে হয়। স্রষ্টাকে সৃষ্টবৎ সিদ্ধান্ত করা অবশ্যই দূষণীয়। প রমপিতা পরমেশ্বর জগদ্রচনা করিয়া আপনি তাহাতে ঈশ্বরত্ব স্থাপন করত সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন এইমাত্র, জ গৎ যে তাঁহার প্রত্যঙ্গ বা উপমেয়, ইহা কথনই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারেনা।

৬। উত্তর। পরমেশ্বর অদ্বিতীয় অখণ্ড। তিনি যখন অনন্য

হইয়া জগদ্রচনা করিলেন, তখন তাঁহার আপনাকে জগদ্রূপে পরিণত করা হইল। ফলতঃ তিনি স্বয়ং সূক্ষ্মস্বভাব পদার্থ, জগত তাঁহার বিভাব স্থূল।

সূক্ষ্মচিন্তা করিয়া দেখুন, যদিচ বিভাব স্বভাবের সহিত উপমেয় না হউক, তথাপি পৃথক পদার্থ নহে। এই জগত যখন জগৎকর্ত্তার বিভাবাবস্থা তখন ইহাকে তাহা হইতে এক পৃথক পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অপিসিদ্ধান্ত। ফল জগৎকর্ত্তা এমন নহেন যে জগৎকে তাঁহার উপমাস্থলে গ্রহণ করিলে তিনি অপমানিত হইবেন। জগদীশ জগদ্রূপী হইয়াও জগত হইতে নির্লিপ্ত। যাঁহারা সামান্য ব্যবহারানুক্রমে ঈশ্বরের মানাপমান বলিয়া বিতর্ক করেন তাহারা দ্বৈতবাদী বা ভৈদিক। তাহারা ঈশ্বরের অদ্বৈততার খণ্ডন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, অতএব জগৎকে গজদীশ হইতে পৃথক করিয়া ভেদজ্ঞানের অধীনে আত্মাকে নিযুক্ত করা সুবোধের একান্ত অকর্ত্তব্য।

ফল পূর্ব্বোক্তমতে তিনি স্বয়ং স্বভাব সূক্ষ্ম এবং এই জগত তাহান বিভাব স্থূল বিভাব, কখনি স্বভাবের উপমা নহে কিন্তু জগত তাহাহইতে ভিন্ন হইতে পারেনা, তিনিই একমাত্র অদ্বৈত সাকার নিরাকার উত্তম অধম মধ্যম স্তুতি নিন্দা সত্যাসত্য আকৃতি বিকৃতি ইত্যাদি তাবতই তিনি, ইহাতে জ্ঞান পক্ষে তাঁহার স্তুতি নিন্দা সকলই তুল্য তাহার কিছুতেই হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই কিছুতেই সুখ বা দুঃখ নাই ঐ সমস্ত কেবল তাঁহারি নিয়ম ক্রমে এই বিভাব জগতের স্বভাব মাত্র। কিন্তু সেই স্বভাবত পরমেশ্বর কদাপি ইহাতে লিপ্ত নন।

---

৭ প্রশ্ন। পরমেশ্বর নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্গুণ, নির্ব্বিকল্প শুদ্ধ-সত্ত্ব পদার্থ। জগৎ স্বত্ত্ব রজঃতম এই ত্রিগুণসম্ভূত। এই গুণত্রয়ের অসদ্ভাবে কোন অকারোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। যাহা সগুণ, তাহাই সবিকার, সবিকল্প, এবং সমল পদার্থ। স্বভাবশুদ্ধ জগদীশ্বর স্বয়ং নির্ব্বিকল্প, তাহার বৈকারিকীভাবে সৃষ্টি রূপে পরিণত ও শরীরী হওয়া কোনমতেই সম্ভাব্য নহে।

৭ উত্তর। এই বিশ্বকার্য্য দর্শনে কি উপলব্ধি হয়? সেই নির্ম্মল স্বরূপ, নির্ব্বিকল্প, অদ্বৈত পরমেশ্বর হইতে যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বিধান হইতেছে, এই কে না স্বীকার করেন? যাহা নির্ব্বিকল্প, তাহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কিরূপে সঙ্কল্পিত হইল? যাহা বিকারশূন্য তাহা হইতে এই বিকারের কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইল? যাহার ক্রিয়া আছে, তাহাকে নিষ্ক্রীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মূলানুসন্ধান করিয়া দেখিলে ঈশ্বরকে কেবল নির্ব্বিকার বলিলেই প্রচুর হয়না। ফলতঃ তিনি যখন সগুণী ও সবিকারী হন, তখনি সভাবের বিভাবে স্থূলতঃ সৃষ্টিরূপী হইয়া থাকেন, কিন্তু এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য, যে যদিও তিনি সৃষ্টিরূপী, তথাপি তাঁহার সেই সূক্ষ্মতত্ত্বস্বভাবের উপমা কিছুই হইতে পারেনা।

৮ প্রশ্ন। নিরাকার নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের বিভাব নাই, তিনি স্বয়ং পূর্ণ সভাব। তিনি সৃষ্টিরূপী নাহেন, তাঁহার ইচ্ছাক্রমে এই সৃষ্টির সৃষ্টি হইয়াছে, স্থিতও রহিয়াছে, প্রলয়ও

হইতেছে। সৃষ্টির উপাদানকারণ গুণত্রয় ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। জগদীশ্বর ইচ্ছা করেন, ইচ্ছা তাঁহার কার্য্য। এস্থলে তিনি জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, ইহা অসম্ভাব্য। ইচ্ছাই ঈশ্বরের অধীন হইয়া সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে। সুতরাং ঈশ্বরের সভাবের বিভাব নাই। বিভাবের অনাস্তিত্বে স্থূল সূক্ষ্মের সন্ধানও অপ্রয়োজনীয়।

৮ উত্তর। যখন পরমেশ্বরকে মুক্তকণ্ঠে অদ্বৈত বলা হইল, বিকার বিহীন বলা হইল, তখন ইচ্ছা আবার পৃথক কোথা হইতে তাহাতে পর্য্যাপ্ত হইয়া সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ায় সমর্থ হইল? সৃষ্টির প্রাক্কালে একমাত্র পরমব্রহ্ম ছিলেন, আর কিছুই ছিল না, ইহাতে যদি সে সময় ইচ্ছা এক ভিন্ন পদার্থ থাকিয়া সৃষ্ট্যাদি রচনা বিষয়ে ঈশ্বরের সাহায্য করিয়াছিল, স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আর জগদ্রচয়িতার অনন্যতা অব্যাহত কোথায় থাকে? ঈশ্বর হইতে ইচ্ছাকে পৃথক করিলে অদ্বৈতে দ্বৈত দোষারোপ করা হয়। বাস্তবিক ইচ্ছা ঈশ্বর হইতে পৃথকভূত নহে, কেবল ভাবভেদে পৃথক২ শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যখন ঈশ্বর ইচ্ছা শব্দে অভিহিত হন, তখন গুণাদি বিশিষ্টভাব এবং তাঁহাই সৃষ্ট্যাদির মূলকারণ। এতদিতরে তিনি নির্ম্মল, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার বিশুদ্ধ ব্রহ্মপদার্থ বাচ্য হন। এস্থলে যদি এরূপ তর্ক উত্থাপন করা যায় যে, সৃষ্ট্যাদিকারিণী ইচ্ছা ঈশ্বরের এক প্রকার স্বভাবধর্ম্ম। ইহাতে ঈশ্বরকে কাজে২ অস্মদাদি প্রাণিবর্গের সমধর্ম্মা করা হয়। ভৌতিকজীব ব্যতীত ভুতাতীতের ইচ্ছা সম্ভবে না। বিশেষতঃ ইচ্ছা, কল্পনা, প্রভৃ

ত্তি বিকারের ধর্ম্ম, নির্ব্বিকারে এসকল সদ্ভাব কোথায় ? পর মেশ্বর নির্ব্বিকার, ইহা যখন ধ্রুব সিদ্ধান্ত, তখন তাহাতে ইচ্ছা আরোপ করিয়া বৈকারিক ধর্ম্মে লিপ্ত করা সুযুক্তি সঙ্গত নহে। অপিচ আরো বিবেচ্য এই যে ইচ্ছা বৃত্তি সৃষ্ট কি নিত্য। যদি সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে তাহা হইতে পৃথক স্বীকার করিতে হয়। অপিচ ইচ্ছাকি প্রবৃত্তি যখন ঈশ্বর সৃষ্ট, তখন ঐ গুলির সৃষ্টি না করা পর্য্যন্ত ঈশ্বরকে ঐ ধর্ম্ম বিশিষ্ট বলাও হইতে পারেনা। এতদ্বিপরীতে যদি ইচ্ছার নিত্যত্ব স্বীকার করা যায়, তবে সহজ বিবেচনা দ্বারাই ঈশ্বরকে তদ্ভিন্ন মানিতে হয়, কারণ সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর ব্যতীত নিত্যত্ব আর কোন পদার্থে প্রযুজ্য হইতে পারেনা।

এই সকল কারণে ইচ্ছাকে ঈশ্বর হইতে পৃথক স্বীকার করিয়া অদ্বৈতে দ্বৈতভাব নিক্ষেপ করা বিড়ম্বনা এবং ভ্রান্তিবই নহে। ফলতঃ ইহাই স্বীকার্য্য ঈশ্বর ইচ্ছাময় এবং পরম সূক্ষ্মতম। সেই সূক্ষতমের কোন নির্দ্দেশ করা সহজব্যাপার নহে, কেবল জ্ঞান দ্বারা এই পর্য্যন্তই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম জগৎ কারণ হইতে এই স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ সম্ভব হইয়াছে, সুতরাং নিরাকার নির্দ্দেশে ঈশ্বরের স্বরূপাবগতির পর্য্যাপ্তি হইতে পারে না।

৯ প্রশ্ন। পরমেশ্বর জগন্ময়, এবং জগৎ-প্রসবিনী ইচ্ছা তাহার ভাবান্তর মাত্র। তাহা হইলেই জগৎকেই পরমেশ্বর রূপে স্বীকার করা হইল ; এরূপ স্বীকারে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ একবারে ছিন্ন হইয়া যায়। মনে করুন, এই নিয়ম অবলম্বিত হইলে জনসমাজের কি শোচনীয় দশা সমুপস্থিত

হইয়া পড়ে। ইহাতে কি স্বেচ্ছাচারের আর কিছু মাত্র ত্রুটী হয়, না কাহারও পাপাচরণে ভয়ের সঞ্চার হয় ? মনে করুন, ঈশ্বর এবং দাসত্ব সম্বন্ধ নিরন্ধতায় উপাসনার কেমন সুশৃঙ্খল হইয়াছে। আপনার মতে এ শৃঙ্খল উৎশৃঙ্খল হইয়া যায়। অপিচ মনোবুদ্ধির অতীত সেই নির্ম্মলস্বভাব পরমেশ্বর সূক্ষ্ম, তদ্ভিন্ন সমস্তই বিভাব এবং স্থূল স্থির করা হইল, তখন কোন্ পদার্থে ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা সঙ্গত, কিছুই নিরূপিত হইতেছে না। পরম্পরা ক্রমশঃ স্থূল সূক্ষ্মত্ব জগতে সর্ব্বত্র আছে। তন্মধ্যে ঈশ্বর অনীশ্বর নিরূপণ কদাপি হয় না; সুতরাং ঐ যুক্তি মার্গে সমারূঢ় হওয়া সুসঙ্গত হয় না।

৯ উত্তর। শুদ্ধ সত্য নির্ম্মল সভাব এবং অশুদ্ধ অসত্য মলিনকে বিভাব বলাযায়। যদিও উভয়ই ঈশ্বরের আখ্যান, কিন্তু বিভাব অপেক্ষা সভাবই শ্রেষ্ঠ তৎপ্রতি সন্দেহ মাত্র নাই।

উপাস্য উপাসক ভাবে ঈশ্বর এবং জগত পরস্পর প্রতিপন্ন এই নিয়মেই বিশ্বকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম স্বীকার করিতে গেলে সমুদায় উৎশৃঙ্খল হইয়া যায়। সূর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তৎপ্রতিবিম্বে প্রধাবিত হওয়া কি বিড়ম্বনা নহে। বিম্ব জলের বিভাবাবস্থা বটে, কিন্তু জলরাশি পরিত্যাগ করিয়া বিম্বে তৃষ্ণা নিবারণ-চেষ্টা কি সুবোধের কর্ত্তব্য ?

সভাব হইতে বিভাব সমুৎপন্ন, এবং বিভাব পরিণামে সভাবেই লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যেরূপ সভাব প্রাপ্তিতে বিভাবের নিষ্প্রয়োজনীয়তা, তদ্রূপ বিভাব প্রাপ্তিতে সভাবের আবশ্যকতা রহিত হয় না। এবং বিভাব ভঙ্গ না হইলে

স্বভাব লব্ধ হয় না। বিভাব সভাবের মালিন্যাবস্থা, মালিন্য অপেক্ষা কি নির্ম্মল বাঞ্ছনীয় নহে? যদ্যপি বিভাব নির্ম্মল সভাবের মালিন্যাবস্থা, এবং তাহা সভাব হইতে নিঃসংসৃষ্ট নহে; কিন্তু তাহা মালিন্য মধ্যস্থ নৈগূঢ্য অপ্রকাশ বটে। নির্ম্মল সভাব স্বয়ং স্বপ্রকাশ, সুতরাং মলিন বিভাব পরিহারপূর্ব্বক নির্ম্মল সভাবের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। নির্ম্মল সভাব সূক্ষ্ম এবং মলিন বিভাব স্থূল, সমস্ত জগতই বিভাব এবং অস্মদাদিতে ঐ নির্ম্মল সভাব অতি নিগূঢ় ও বিরল, সেই পরম ব্রহ্মের নির্ম্মল সভাব মনোবুদ্ধি ও জ্ঞানের অগম্য বিধায় তাহাতে বিরত থাকিয়া তাহার বিভাব ইচ্ছা আখ্যানকেই সভাব, সূক্ষ্ম পরিগণিত করা হইয়াছে। তাহার (ইচ্ছার) বিভাব স্থূল, সত্ত্ব রজঃ, তম ত্রিগুণ, এবং ইহারই বিভাব স্থূল ভূতপঞ্চক। এইরূপ পরস্পর স্থূল সূক্ষ্মরূপে সভাব বিভাবাদিক্রমে পরস্পরই মালিন্যের অধিকতায় এই জগতের সৃষ্ট্যাদিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; কিন্তু অস্মদাদির নির্ম্মল সভাবে সম্মিলিত হওয়াই উদ্দেশ্য বিধায় স্থূলরূপ বিভাবমাত্রেরই ত্বদীয় সূক্ষ্ম সভাব গুণের উপাসনা করা আদৌ কর্ত্তব্য। ভাগ্যবশতঃ গুণলাভান্তর তাহার ভঙ্গ হইলে ইচ্ছাময় ব্রহ্মের অনুভব হওয়া অবশ্য সম্ভাবা। বাস্তবিক সমস্ত জগতেরই পরস্পর স্থূল সূক্ষ্ম থাকিলেও সৃষ্টি মূলক ভূতগণের সূক্ষ্ম গুণত্রয়কে ঈশ্বর জ্ঞান করা প্রয়োজন। এই জগৎ পরমেশ্বরের একমাত্র আখ্যান জন্য ঈশ্বরস্বরূপ জগৎ হইলেও পরস্পর বিভাবাদিক্রমে মালিন্য জন্য ইহাতে নির্ম্মলতা অতি বিরল ও অপ্রকাশ। কিন্তু আমাদিগের নিতান্ত নির্ম্মলত্ব লাভই একান্ত বাঞ্ছনীয়। সু-

তরাং এই জগৎ উপাস্য না হইয়া ইহার সূক্ষ্ম গুণগণই জগাজ্জনের উপাস্যের ভাজন হইয়া আসিতেছে, ইহা বিতর্কবাদের বিষয় নহে।

১০ প্রশ্ন। যখন ইচ্ছাময় ব্রহ্মই সূক্ষ্ম, সভাব এবং জ্ঞানগম্য, তখন তাহার বিভাব স্থূল গুণত্রয়কে ঈশ্বরজ্ঞানে নিরর্থক উপাস্য বিবেচনা করা প্রয়োজনাভাব; বরং তাহাও মলিন বিভাব সুতরাং জ্ঞানগম্য, যথার্থ সূক্ষ্মসভাবাভিমুখ হইয়া তাহার উপাসনা করাই বিধের বোধ হইতেছে।

১০ উত্তর। যখন পরস্পর সভাব বিভাবস্থূল সূক্ষ্মানুসূক্ষ ক্রমাগত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক বিভাব অর্থাৎ স্থূল সম্বন্ধে ত্বদীয় সভাব অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব যে পরিমাণ নিকটস্থ হইবে, তদূর্দ্ধ তস্য সভাব অর্থাৎ সূক্ষ্ম তদ্রূপ নৈকট্য হয়না, বরং পরস্পরই অত্যন্ত নিগূঢ় এবং দুর্ল্লভ, যথা অস্মদাদি ভূতপঞ্চ সম্ভূত জনের কথিত গুণত্রয় অর্থাৎ যাহার বিভাব পঞ্চভূত সেই সূক্ষ্মতম সভাব যত ঘনিষ্ঠ হয়, তদ্রূপ তাহার সূক্ষ্ম ঐ ইচ্ছাময় ব্রহ্ম কদাপি নহেন। বিশেষ সভাবেরই বিভাব এবং বিভাবভঙ্গ হইয়া আপন সভাবেই লয় হয়, তদ্ভিন্ন অন্যগামী হয় না। প্রথমত আপন সভাব অর্থাৎ আপন সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত না হইয়া কি প্রকারে তদূর্দ্ধ অর্থাৎ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মত্ব লাভ করিতে শক্ত হইতে পারে? মৃণ্ময় কোন ঘটাদি ভঙ্গ হইয়া প্রথমত তৎসভাবসূক্ষ্মত্ব মহীতেই বর্ত্তিয়া থাকে। তল্লঙ্ঘনে তদূর্দ্ধ সূক্ষ্ম তোয়াত্বাদি কদাপি বর্ত্তিতে পারে না, তাহা নিতান্ত ক্রমশঃ অপেক্ষা করে। এমতে জনগণের প্রথমই আপন কারণ গুণত্রয় লাভ করিয়া কারণের কারণ পরমেশ্বরের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

যদি উপযুক্ত মত নিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়া সেই পরমকারণ ইচ্ছাময় পরমেশ্বরের তত্ত্ব গ্রহণ করিতে কোন ভাগ্যধর শক্ত হন, তবে তাহা বৃথা নহে। কিন্তু সে কেবল দর্পণগত প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তৎগ্রহণেচ্ছায় হস্ত প্রসারণ করার ন্যায় উপহাসাস্পদ মাত্র। ফলতঃ তাহা গৃহীত হইতে পারে না। তিনি মনোবুদ্ধির অগোচর, জ্ঞানযোগে এইমাত্র আভাসি অনুভব হওয়ার সম্ভাবনা যে কেবল তিনিই সভাব সত্য তদ্ভিন্ন সমস্তই বিভাব, অসত্য। এই নিমিত্তই তাহাকে জ্ঞানগম্য জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়, জ্ঞানাভাবে তল্লাভাশা এবং কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানাশা আকাশকুসুম লাভের প্রত্যাশা মাত্র।

১১ প্রশ্ন। কথিত সভাব বিভাব সমস্ত মধ্যে কেবল মাত্র ভূতাত্মক জীব জন্তু ইত্যাদি জগতই প্রত্যক্ষ, তদ্ভিন্ন প্রস্তাবিত গুণগণ কি ইচ্ছাময় পরমেশ্বরের কোন প্রত্যক্ষতা নাই। ঈশ্বরের নিরাকারত্ব রহিতে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বলিয়া যে সাকারতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারেই কি প্রকারে অলক্ষিত পদার্থে সাকার জ্ঞান করা সম্ভব হইতে পারে, অপ্রত্যক্ষ বস্তু মাত্রকেই ইতিপূর্ব্বে নিরাকার বলা হয়, অথচ প্রস্তাবিত গুণাদির কিছুই প্রত্যক্ষতা নাই এবং অগোচর পদার্থ মধ্যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মেরও নিদৃষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং ইচ্ছাময় পরমেশ্বরকে গুণগণের অগোচরত্বে কাজে কাজেই নিরাকার উদ্দেশে ঈশ্বর বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য হয় এবং যখন সেই ইচ্ছাময় ব্রহ্ম ও গুণ উভয়ই অগোচর তখন নিরর্থক গুণ বিচারেরও কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

১১ উত্তর। পূর্ব্বোক্ত মতে ভূতগণ স্থূল, গুণত্রয় সূক্ষ্ম

এবং ইচ্ছাময় ব্রহ্ম সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কেবল ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। নিরাকার শব্দার্থ দ্বারা তাঁহার যাথার্থ্যের নিরূপণ হয় না বিধায় তৎপ্রয়োগ নিষ্ফল হইয়াছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাঁহার কিম্প্রকারতা স্থিরীকৃত না হয়, তাবৎ সাকারবাদ দেওয়াও কঠিন। এস্থলে দেখা যায় যে, যখন সেই নির্ম্মল পারমেশ্বরের ইচ্ছাখ্যানে বিভাব স্থিরীকৃত হইয়া তাঁহাকে ইচ্ছাময় বলা হইল, তখন ঐ বিভাব অর্থাৎ ইচ্ছার কোন এক প্রণালী থাকা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা নির্ম্মল স্বভাবের বিভাব কি আছে? বরং বিশ্বব্যাপার দৃষ্টেই ঈশ্বরের ইচ্ছা আখ্যান থাকা বলিয়া ঐ বিভাব স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং যখন সেই ইচ্ছাই জগৎ, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, তখন সপ্রণালী জগতের মুলিকা অথচ অপর আখ্যান ঐ ইচ্ছা কখনি প্রণালী বিহীন হইতে পারে না। বরং ইহাই দেখা যাইতেছে যে ঐ ইচ্ছা যখন সৃষ্টিপ্রণালী হন তখন সৃষ্টি, যখন স্থিতি প্রণালী হন, তখন স্থিতি, যখন প্রলয় প্রণালী হন, তখন প্রলয়, ঐ সকল নাম কেবল তাঁহার প্রকার অনুসারে মাত্র, নতুবা অন্য কি আছে যে তাহাই হইতে পারে?

উপরিউক্ত প্রণালীর সন্ধানে তাঁহার প্রকার থাকা সাব্যস্ত হইল; কিন্তু ইচ্ছা তাঁহার সভাবীয় বিভাব গুণরূপ বটে। এই গুণত্রয় একাত্রিক হইলে পৃথক্ ২ গুণত্ব রহিত হইয়া যেরূপ হয়, তাহাই তাঁহার সভাব রূপ। অজ্ঞান গুণাত্মক মন স্বভাবত ইন্দ্রিয় পরিবার বশ্যতায় নিতান্ত গুণভেদ ভাবে আপন্ন; সুতরাং এমত মন বিশিষ্ট জীবের ঐ সভাব রূপ লক্ষ্য হওয়ার সাধ্য নাই। তিনি জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানস্বরূপ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বটেন,

তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে ইন্দ্রিয় পরিবারবিহীন শুদ্ধস্বভাব মন বিশিষ্ট যে জাব, কেবল তিনিই শক্ত হইতে পারেন। কারণ ঐ শুদ্ধ সভাব মন উক্ত মত ইন্দ্রিয় পরিবারের বশীভূত নহেন; তিনি গুণ বিভেদ ভাবে বিচলিত হন না, এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির উন্মুখ হইয়া পরস্পর গুণের অভেদ ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ বুদ্ধিতে সংযত হয়; তবেই বিশুদ্ধবুদ্ধিতে যে জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন হয় সেই জ্ঞান চক্ষু দ্বারা সেরূপ লক্ষ্য হইয়া থাকে; বরং জ্ঞানই সেই গুণ সমষ্টি ব্রহ্মের স্বরূপ বটেন। সুতরাং কথিত শুদ্ধ স্বভাব মন বিশিষ্ট জীবের সেরূপ লক্ষ্য করিবার হেতু আছে।

এমতে সামান্যতঃ সেরূপ দর্শন না হইলে নিরাকার না বলিয়া অতি সূক্ষ্ম বিবেচনায় তদ্দর্শনানুসন্ধানে যাত্নিক থাকা বিধেয়, তাহাতেই ঐ গুণত্রয় একত্রিত করিয়া শুদ্ধ জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক।

পরন্তু ঐ গুণত্রয় উক্তরূপ অদৃশ্য বলিয়া তাহাদিগকেও নিরাকার বলা যায় না, কারণ তাহারা যদ্যপি উপরিউক্ত মত সূক্ষ্ম নন, তথাপি অসামান্য সূক্ষ্ম, ইচ্ছাময় ব্রহ্ম এবং তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। ইচ্ছাময় ব্রহ্মই যখন পৃথক্ তখন গুণ এবং যখন একত্রীকৃত তখন জ্যোতির্ম্ময় সচ্চিদানন্দ এইমাত্র ইতর বিশেষ। সেই গুণত্রয় কেহ সৃষ্টি স্বরূপ, কেহ স্থিতি স্বরূপ, কেহ প্রলয় স্বরূপ। ইঁহাদের পরস্পর বিভাবাদি ক্রমে নিত্য সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। সেই সমস্ত বিভাব বহুধা, তন্মধ্যে ভূতগণ প্রধান, তাহারাই বিভিন্ন রূপে স্বভাবতঃ উক্ত গুণ সম্পান্নতায় একত্রে অবস্থান করত এই

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছে, এবং উক্ত মতে যখন একত্রিত হন, তখনি সৃষ্টি, যখন সেই ভাবে অবস্থিতি করেন তখনি স্থিতি, যখন ভিন্ন২ হইয়া সভাবে পরিণত হন, তখনি সামান্যত প্রলয় ঘটে।

এইমতে কোন গুণের সৃষ্টি প্রকার, কোন গুণের স্থিতি প্রকার কোন গুণের প্রলয় প্রকার থাকা ধার্য্য হয়, কাজেই তাহাদেরও পুর্ব্বোক্তমত রূপ থাকার প্রতি সংশয় করিতে পারি না, কারণ পরমেশ্বরের যে পুর্ব্বোক্তমত ত্রিধা প্রকার নিবৃত্ত হন তাঁহারি নাম ত্রিধাগুণ, ঐ মর্ম্মে নানা বর্ণাখ্যানে গুণ ত্রয়ের প্রকার সম্পান্নতায় এই ব্রহ্ম খেলা জগৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এমতে প্রকারবিশিষ্ট গুণগণের আকার থাকা স্বীকার না করিয়া সাধ্য কি? বরং যেহেতু ঐ ইচ্ছাময় ব্রহ্মের এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রকারতার আদিই গুণত্রয়। অতএব সৃষ্ট্যাদিকে পৃথক২ রূপে বিস্তারিত অর্থাৎ ব্যষ্টি বলিয়া গুণগণকে পৃথক২ রূপে প্রত্যেককে প্রত্যেকের সমষ্টি বলিতে হয়। অর্থাৎ সৃষ্টির সমষ্টি রজগুণ স্থিতির সমষ্টি সত্বগুণ প্রলয়ের সমষ্টি তমগুণ এবং তাহার স্বভাবতঃ প্রকার বিভাব ভূতগণের প্রকার (অর্থাৎ সামান্যতঃ ভৌতিক যে সমস্ত সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় দেখা যাইতেছে) তাহা অপেক্ষায় অতি নিগূঢ় সূক্ষ্ম বটে।

বোধ হয় যে ঐ বিভাব ভূতগণের পরস্পর বিভাবান্বি ক্রমে যে বিস্তাররূপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে, উক্তাবতকে সমষ্টি করিলে যে শুদ্ধ ত্রিধারূপ হয়, তাহাই তাহাদের যথার্থ রূপ; কিন্তু ঐ রূপটী ভূতগণের পরস্পর একতায় পঞ্চত্ব রহিত হইলে সম্পন্ন হয়।

পঞ্চাত্মক ইন্দ্রিয় পরিবার বিশিষ্ট মন সামান্যত তাহাদের বশ্য হইয়া অনুক্ষণ পঞ্চত্ব ভাবাপন্ন থাকেন, বরং নানা ক্রিয়া বশে তাহাদের সহিত নিগূঢ় প্রেমাসক্ত অর্থাৎ বিষয়াসক্ত- হইয়া প্রিয়জ্ঞানে যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সানু- রাগী থাকেন ঐ ভূতাত্মক ইন্দ্রিয়গণ প্রতি অনুরক্ত ব্যতীত বি রক্তভাব অবলম্বন করে না, কাজেই এতাদৃশ মনবিশিষ্ট জীব ভূতগণের পঞ্চত্ব বিনাশ পূর্ব্বক সেই সমষ্টি রূপত্রয় দর্শন করিতে পারে না।

যদি ঐ মন আপন যথার্থ পরিবার অন্তরিন্দ্রিয়গণ সহ ভৌতিক বাহ্যেন্দ্রিয়গণ হইতে পৃথক হইয়া যত্নপূর্ব্বক প্রবোধ গ্রহণে আপন সভাব বুদ্ধির অনুবর্ত্তী হন, তবেই ঐ বুদ্ধি প্রভাবে ভূতগণের পঞ্চত্ব বিনাশ পূর্ব্বক স্বীয় ত্রৈগুণ্য ভাব স্মরণ, ও স্বভাব বুদ্ধিতে গত হইয়া, সেই সমষ্টি রূপত্রয় সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন এবং ভাগ্য থাকিলে তাহাতেই ঐ গুণ ভাব মোচন হইয়া গুণাত্মিকা বুদ্ধির সভাব জ্ঞানের একতায় ঐরূপ ত্রয়ের সমষ্টি চিদানন্দ ব্রহ্ম বিগ্রহ লাভে জীব চরিতার্থ হইতে পারে, যে হউক বাস্তবিক উপর্য্যুক্ত প্রকারে উভয়েরই আকার থাকা এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মের অনুভব হইতেছে। আকার ও প্রকার একার্থ প্রতিপাদক। অতএব শূন্যগর্ভ তর্ক পরিহার করিয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান করত ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়।

১২ প্রশ্ন। জীবগণের মন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদির পরস্পর নিগূঢ় সংযোগ দ্বারা দৈহিক মনস্মিক সমস্ত ব্যাপার নির্ব্বাহ হইতেছে। মন, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা রূপ রস

শব্দাদি বিষয় সমস্ত অনুভব করেন, তাহাতেই জীবের সুখ দুঃখ এবং কার্য্য কারণ ইত্যাদি সমস্ত উপলব্ধি হইতে পারে। ইন্দ্রিয়গণ সহিত মনের সংযোগ না থাকিলে কি মন কখন কিছু বিবেচনা কি প্রত্যক্ষ করিতে শক্ত হইত? কদাপিও নহে। দেখ কখন যাহা দৃষ্টি গোচর হয় নাই কি যাহার আঘ্রাণ গ্রহণ কি স্পর্শাদি করা যায় নাই, তাহার কার্য্যকারণাদি কিছুমাত্র অনুভব, বিতর্ক কি সিদ্ধান্ত কিছুই হইতে পারে না। ফলতঃ ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য বিনা মনের পৃথকরূপে গতিশক্তি কিছুই নাই। মন সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এই তিন ভাবে দেহ মধ্যে অবস্থান করিয়া চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সুখ দুঃখাদি সমস্ত অনুভব করিয়া থাকেন।

ঐ সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয় তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ সত্তার জ্ঞান ও বুদ্ধির যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও তাহারি বিবেচনা শক্তিকে বলা যায়, বাস্তবিক মনের যদি ঐ তিন প্রকার ভাব না থাকিত, এবং চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় পরিবারের সাহায্য না পাইতেন, তবে তাহার অস্তিত্বের প্রতিই সংশয় উপস্থিত হইত, কারণ ইন্দ্রিয় উপলব্ধ বস্তু প্রভৃতির প্রতি কার্য্য কারণ প্রভৃতির উত্তম মধ্যম অধম ভাবে জীবগণের এক একটি বিবেচনা হয় বলিয়াই মনের অস্তিত্ব নির্ণীত হয়, নতুবা মনকে চিনিবার উপায়ান্তর কি আছে? সুতরাং তত্ত্বারণ সহিত মনের অভিন্ন ভাবই সিদ্ধান্ত হয়, তবে কি প্রকারে তিনি উক্ত ভাবত্রয়কে একত্রিত করিতে পারেন এবং কি প্রকারেই বা অন্তরিন্দ্রিয়গণসহ চক্ষু কর্ণাদি ভূতাত্মক বাহ্যেন্দ্রিয় হইতে পৃথক হইতে পারেন, এবং এই বাহ্যেন্দ্রিয়গণের অতিরিক্ত

অন্তরিন্দ্রিয়ই বা কি আছে যে, মন বাহ্যেন্দ্রিয়গণ ব্যতিরেকেও তাহাদের সাহায্যাবলম্বনে উক্ত রূপাদি দর্শন করিতে সক্ষম হইতে পারেন ?

সহজেই ঈশ্বর ও গুণগণের প্রত্যক্ষতা লাভের উপায় প্রদর্শক যুক্তি স্থির থাকিতে পারে না এবং অপ্রত্যক্ষতা হেতু কাজেং তাঁহাদের প্রতি নিরাকারবাদ দেওয়াই উচিত হইয়াছে।

১২ উত্তর। যখন দেখা যায় যে ঐই চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ মনঃ সংযোগ প্রভাবেই দর্শন শ্রবণাদি করিতেছে, যখন দেখা যায় যে ঐ ইন্দ্রিয়গণ যখনি যাহাতে অঙ্গক্ষেপণ করে তখনি মনও তাহাতে গমন করেন, মন ইন্দ্রিয়দিগের সহগামিত্ব স্বীকার না করিয়াই পারেন না। অথচ কদাচিত পার্থক্য অবলম্বন করিলে আর সে ইন্দ্রিয়েরও কোন কার্য্য হয় না এবং মনেরও কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, যখন কেহ চক্ষু কর্ণ বর্ত্তমানেও দর্শন কি শ্রবণ করিতে শক্ত হয় না, তখন ইহ শুদ্ধ মনের সহিত তাহাদের বিয়োগ ঘটনাই বলিতে হইবে, নতুবা পৃথক কোন হেতু দৃষ্ট হয় না।

সে যাহা হউক চক্ষু কর্ণাদির সহিত মনের দৃঢ় সংযোগ থাকা এবং তজ্জন্যই ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যতা ও মনের সত্তা প্রত্যক্ষ হয়, এবং তাহাতেই মন ও চক্ষু কর্ণাদির অভিন্নতা ভাব প্রতিপন্ন হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এস্থলে বিশেষরূপ মনো নিবেশ করিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে মনের কি প্রকার অবলম্বন দ্বারাইবা চক্ষু কর্ণাদির সহিত ঐরূপ দৃঢ় সংযোগ ঘটনা হয়, এবং কি প্রতারকেইবা তাহাদের সহিত আবার বিয়োগ স

ভাবনা হইয়া থাকে। উল্লেখিত চক্ষু কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয় সমস্তই জড় পদার্থ, জড়পদার্থইমাত্র অচল এবং নিশ্চেষ্ট। তবে তা-হারা কি প্রকারেইবা মনের সাহায্যকারী হইতে পারে? এবং মনইবা কি প্রকারে অজড় হইয়া জড়ের সহিত সম্মিলিত ও এককালে অভেদ ভাব অবলম্বন করিতে পারেন। দেখ, যখন উপনেত্রের (চসমার) সহিত চক্ষুর সংযোগ হইলে চক্ষু দৃষ্টির সাহায্য প্রাপ্ত হয় এবং দৃষ্টি বিষয়ে চক্ষুর সহিত তাহা দৃঢ় সংযোগ ও সম্পর্ক থাকা অবলোকন হয়, তখন [ঐ উপনেত্রের সহিত চক্ষুর অভিন্নতা কিম্বা তাহাদের মধ্যে কোন এক অবলম্বন বিনা পরস্পর ঐ সংযোগ ও সম্পর্ক ঘটনা হওয়াই বলিতে হইবে, কি চক্ষু জ্যোতির অবলম্বনে তাহা ঘটিয়াছে স্থির করা যাইবে? দেখা যায় যে চক্ষুর জ্যোতিই উপনেত্র আশ্রয়ে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুকে দর্শন করাইয়া থাকে। জ্যোতিঃ আপন ক্ষীণতা হেতু ঐ উপনেত্রকে আশ্রয় না করিয়া দৃষ্টিশক্তি প্রকাশ করিতে পারেন না. কাজেই জ্যোতির অবলম্বনে উপনেত্রের সহিত চক্ষুর সংযোগ ও সম্পর্ক ঘটনা হইয়া থাকে। যখন চক্ষুর জ্যোতিঃ এককালে রহিত হইয়া যায় তখন কোথায়ই বা চক্ষু ও উপনেত্রে কোন যোগ সম্পর্ক অবলোকন হয়? কোথায় বা উপনেত্র চক্ষুর দৃষ্টির সাহায্য করিতে সক্ষম হয়? সুতরাং ঐ জ্যোতিকেই তদুভয়ের পরস্পর সংযোগ ও সম্পর্ক ঘটনার এক অবলম্বন স্বীকার করিতে হয়, নতুবা ঐ জড় পদার্থের সহিত চক্ষুর সংযোগই বা কি এবং সম্পর্কই বা কি? কিছুই দৃষ্টি হয় না।

তদ্রূপ চক্ষু কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয়গণের সহিত যেমনের

সংযোগ সম্পর্ক তাহারও অবশ্য এক অবলম্বন থাকা প্রতীতি হইতে পারে।

এতদনুক্রমে নিশ্চয় অনুভব হয় যে চক্ষু কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয়গণ যাহা স্থূলত অবলোকন হয়. কোন এক অবলম্বন বিনা উহাদের সহিত মনের কোন সংযোগ সম্পর্ক নাই. তাহা হইলে, জীবগণের নিদ্রিত সময় যখন স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন মনের সহিত ঐ বাহ্যেন্দ্রিয়গণের না কোন সম্পর্কই দৃষ্টি হয় ? না তাহারা পুর্ব্ববৎ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মনের কোন সাহায্য করিতেছে এমত অনুমান হয় ? অথচ জানা যায় যে জাগ্রত অবস্থার ন্যায় মনের দর্শন শ্রবণাদি সমস্ত ব্যাপারই নির্ব্বাহ হইতেছে।

সুতরাং বাহ্যেন্দ্রিয়গণ ব্যতিরেকেও মনের দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণ বর্ত্তমান থাকা স্পষ্ট প্রতীতি হয়, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই মন কখন বা বাহ্যেন্দ্রিয়গণ দ্বারা কখন বা কেবল তাহাদিগের দ্বারা সমস্ত ব্যাপার নির্ব্বাহ ও সুখ দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন, নতুবা পুর্ব্বোক্ত মত অবস্থা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না।

বস্তুত এমত সিদ্ধান্ত হয় যে বাহ্যেন্দ্রিয়গণের ন্যায় দর্শন শ্রবণাদি কএকটি অন্তরিন্দ্রিয়ও জীবগণের দেহে অবস্থান করিতেছে। তাহারা সূক্ষ্মভাবে মনের সাহায্যার্থ মনের সহিত একত্রে অবস্থান করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয়গণে অধিষ্ঠিত থাকায় স্থূল চক্ষুদ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ ইত্যাদি সম্পন্ন হইতেছে এবং তাহাতেই মনের সহিত উহাদের যোগ সম্পর্ক থাকা প্রতীতি হইয়া থাকে। বাস্তবিক মনের সহিত ঐ

অন্তরিন্দ্রিয়গণেরই নিগূঢ় যোগ ও সম্পর্ক থাকা এবং তাহাদের অবলম্বনে বাহ্যেন্দ্রিয়গণের সহিতও তদ্রূপ ঘটনা হওয়া অনুমান অযৌক্তিক নহে।

যাহা হউক বাহ্যেন্দ্রিয় কি অন্তরিন্দ্রিয় সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে মনই প্রধান এবং বুদ্ধি মন হইতে ও জ্ঞান বুদ্ধি হইতে পরস্পর প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়া এদেহে অবস্থিতি করিতেছে। এবং জ্ঞানের প্রভাবে বুদ্ধি ও বুদ্ধি প্রভাবে মন বিভ্রান্ত কি প্রশান্ত ভাব অবলম্বনে অশুদ্ধতা কিম্বা বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হন।

উক্ত প্রকারে যখন মন বিভ্রান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখনি কথিত মত অন্তরিন্দ্রিয়গণের অবলম্বনে বাহ্যেন্দ্রিয়গণ দ্বারা সাংসারিক বিবিধকার্য্যে নিযুক্ত এবং আসক্ত হইয়া নানাপ্রকার সুখ দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন।

আবার যখন প্রশান্তভাবের উদয়ে ধীবরগণের নিক্ষেপিত জালসূত্র পুনঃ আকর্ষণের ন্যায় মন অন্তরিন্দ্রিয়গণকে সংসার সলিল হইতে আকর্ষণ করিতে থাকেন, তখন আপনি তাহারা বিষয়দ্বার বাহ্যেন্দ্রিয়গণ হইতে পৃথক হইয়া সংগৃহীত ভাবে কেবলমাত্র মনের সাহায্য অবলম্বন করিয়া থাকে. এবং তাহাদের সাহায্যকৃত উপায়ে যখন সম্যকরূপে প্রবোধ লাভ করিয়া আপন সদ্ভাবের অনুগত হন, তখন কোথায়ই বা ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক সুখ দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন, কোথায়ই বা তাহাদের সহিত যোগ সম্পর্কাদি বর্ত্তমান থাকে, এবং তৎকালে কেনা মনই তাহাদের সাহায্য লোপ করেন, না তাহারাই মনের সাহায্য প্রদান করিতে অশক্ত হয়? বরং বর্ষার প্লাবিত সলিল সমস্ত যেমন জলাদিগ হইতে প্রত্যাগত

হইয়া সাগর মধ্যে সংযত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ নানা দিগ্বিদিগস্থ চেষ্টা অনুশীলনী ইত্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনি মনোমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

উক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয়গণ মনোমধ্যে সংযত হইলে পঞ্চত্ব রহিত হইয়া যখন মন নিশ্চেষ্ট ও নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাত দীপ শিখার ন্যায় একাগ্রভাবে ঐ বুদ্ধি মাত্র অবলম্বন করেন, তখনি তাঁহার আশ্রিতজীব প্রথমত ঐ বুদ্ধিস্থ গুণত্রয় অবলোকন করিতে পারে এবং ভাগ্যবশতঃ যখনি গুণভাবাপন্ন মনের ঐ ভাবত্রয় রহিত হইয়া একত্র বর্ত্তিলে গুণাত্মক বুদ্ধির সহিত মনের অভাব হইয়া কেবল শুদ্ধ বুদ্ধিমাত্র প্রকাশ হইতে থাকে, তখন সেই শুদ্ধ বুদ্ধি অর্থাৎ বিশুদ্ধজ্ঞান প্রভাবে জীবের সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ হইতে পারে।

যদ্যাপি ভ্রান্তিবশাৎ মনের বিবেচনা শক্তিকেই জ্ঞান ও বুদ্ধি বলা যায়, কিন্তু যখন তাঁহাদের পৃথক২ বাস নির্দ্দিষ্ট আছে এবং তাঁহাদের গতি ও শক্তি পৃথক২ নির্দ্দিষ্ট হয়, তখন মনের দ্বারা তাহাদিগকে উপলব্ধি হয়। ঐ বিবেচনা শক্তির এই সিদ্ধান্ত করিয়া মন হইতে তাহাদিগকে পৃথকই বলিতে হইবেক।

পরন্তু মন যখন উক্ত মত সচেষ্ট হইয়া অন্তরিন্দ্রিয়গণকে বাহ্যেন্দ্রিয় হইতে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন যেমন উপনেত্র চক্ষের দৃষ্টিপথে সংযোজিত থাকা সত্ত্বেও নেত্র মুদ্রিত করিলে তখনি নেত্র ও উপনেত্রে পরস্পর যোগ সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকে না এবং এইকালে চক্ষু উপনেত্রের সাহায্য না লইয়া আপনি অন্তর্দৃষ্টি করিতে থাকে, তদ্রূপ মনও যত্নপূর্ব্বক

চেষ্টা করিলে অন্তরিন্দ্রিয়গণকে বাহ্যেন্দ্রিয়গণ হইতে পৃথক করিতে পারেন, এবং তৎকালে তাঁহারাও আন্তরিক কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে।

অপর পরস্পর তাহাদিগকে সংযত করিলে ক্রমশঃ পঞ্চত্বাদি রহিত হইয়া গুণ ও ঈশ্বরের দর্শন লাভ হইতে পারে। ফলতঃ মনের উক্তরূপ বিশেষ কৌশল দ্বারাই তদ্দর্শনাদি ঘটনা হওয়া সম্ভব, তাহা স্বীকার না করিয়া নিরাকার মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত থাকা বিধেয় নহে।

---

১৩ প্রশ্ন। কথিত বিধান মতে ইচ্ছাময় পরমেশ্বরের পর স্পর বিভাবাদি ক্রমে অন্ততঃ কেবল ভূতগণই এই বিশ্বকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, জগতে তাহা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই এবং জড় অজড় সজীব নির্জ্জীব যে কিছু দৃষ্ট হয় তাবতই ভূতাত্মক। ইচ্ছাময় পরমেশ্বরে কি গুণত্রয়ের সভাবরূপ থাকিলেও এই বিশ্বকার্য্য কেবল ভূতগণের দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। সুতরাং জগতের যত প্রকার প্রয়োজন তাবতই ভূত সংযোগাদি ক্রম বই অন্য প্রকার নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নহে। তবে কি প্রকারেই বা মন ইত্যাদি ভূতাত্মক হইয়া ভূতের পঞ্চত্ব বিনাশ পূর্ব্বক মন এবং বুদ্ধি ও জ্ঞান পৃথকরূপে জীবের ঈশ্বর প্রদর্শক হইতে পারেন এবং একই পঞ্চভূত হইতে বাহ্যান্তর দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ই বা কি প্রকারে সম্ভব হইয়া অন্তরিন্দ্রিয়গণ অজড়তা এবং বাহ্যেন্দ্রিয়গণ জড়তা প্রাপ্ত হইল, তাহার কিছুই বিবেচনা হইতে পারে না।

বাস্তবিক জীবগণের মন বুদ্ধি জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়াদি তাবতই

ভূতাত্মক, কেবল জগৎ কার্য্য সম্পাদনার্থ অবস্থাভেদে নাম, গতি ও কার্য্যাদি পৃথক্ই হইয়াছে এবং বাহ্যেন্দ্রিয়গণ দ্বারাই তত্তাবতের সমুদয় চেষ্টা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, নতুবা যদি ঐ মন বুদ্ধি প্রাণ ইহারা ভূতাত্মক না হইত এবং ইহাদের পৃথক কোন চেষ্টা থাকিত, তবে তাঁহারা কে এবং কোথা হইতেই বা এই ভৌতিক দেহে আধিষ্ঠিত হইল এবং বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতি-রিক্ত পৃথকরূপে অন্তরিন্দ্রিয় থাকিলে তাঁহারাই বা কোথায় কি ভাবে অবস্থান করে, তাহাও অবশ্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত। ফলতঃ তত্তাবতের কিছুই নির্ণয় পাওয়া যায় না, সহজেই ঐ যুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঈশ্বর ও গুণত্রয়ের লক্ষ্য করিবার চেষ্টা হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের উক্ত মতরূপ থাকার প্রতি নিতান্তই সংশয় জন্মিবে বিচিত্র কি ?

১৩ উত্তর। বিশেষ বিবেচনা দ্বারা এই সৃষ্টির মর্ম্মজ্ঞ হইলেই সমস্ত ভ্রান্তির মোচন হইয়া মীমাংসায় নিশ্চল হওয়া যাইতে পারে, সেমতে তদ্বিষয়ে যেরূপ অনুমান হয় তাহা ব্যক্ত করা যায়। সেই বাচ্যাতীত মনোহতীত নির্ম্মলসূক্ষ্ম সত্তা অদ্বৈত ব্রহ্ম এক মাত্র। যখন তিনি সৃষ্টিরূপে বহুল ও প্রকাশ হন, তখন দ্বিভাব অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ ভাবাপন্ন হন, তাহাই সৃষ্ট্যা-দির মূল কারণ বরং সৃষ্ট্যাদি দর্শনেই তাহাকে ঐ দ্বিভাব সম্পন্ন বলা যায়, বাস্তবিক প্রকৃতি পুরুষ কেবল ভাব ভেদে পৃথক২ নাম মাত্র। নতুবা অন্য কোন প্রভেদ নাই, যখন সৃষ্টি তখনি তাহাকে প্রকৃতি পুরুষ বলা যায়। যখন তাহা না বলা যায়, তখনি এক মাত্র, ফলতঃ ভাবভেদে তাহাকেই কখন বা প্রকৃতি

কখন বা পুরুষ কখন বা প্রকৃতিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়৷ এবং উভাকে একত্র করিলেই একমাত্র নিরঞ্জন হয়।

প্রকৃতি পুরুষে কিছুমাত্র ভেদ নাই, কেবল সৃষ্টি বিষয়ে ভাবভেদে ঐ ঐ নাম মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ প্রকৃতির বিকৃতিই সৃষ্টি এবং বিকৃতির প্রকৃতিই একমাত্র নিরঞ্জন। সেই প্রকৃতিকেই মায়া ও ইচ্ছা বলা যায় এবং তাহাতে, পুরুষ যুক্ত করিলেই প্রকৃতি পুরুষ মায়াময় ইচ্ছাময় বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়।

ঐ মায়াদি যুক্তেই সৃষ্ট্যাদি সমস্ত অবলোকন হইতেছে এতদতিরিক্ত কিছুমাত্র নির্ণয় নাই। এমতে সৃষ্ট্যাদি হেতু মাত্র বিবেচনায় ইচ্ছাময় ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ ইচ্ছাময় ব্রহ্ম হইতে গুণত্রয় ও গুণ হইতে ভূতপঞ্চ পরস্পর বিভাবাদি ক্রমে ভূতগণ কর্ত্তৃক স্থূলত সৃষ্টি কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তদ্বিষয় ইতি পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে। ফলতঃ যদ্যপি ভূতগণ কর্ত্তৃকই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি সম্পন্ন হইতেছে এবং তাহারা ঐ ইচ্ছাময় এবং গুণত্রয়ের পরস্পর বিভাব বিধায় ভূত-গণে তাঁহাদের পরস্পর সংস্রব না আছে এমত নহে। কিন্তু কেবল বিভাবজনিত সংস্রবতার নির্ভরে এই সৃষ্টিতে তাহা-দের সদ্ভাবের অভাব সম্ভব করি না, কারণ তাহাদের ঐ স্বভাব নিতান্তই সৃষ্টি মধ্যে অভাব থাকলে তাহার অস্তিত্বের প্রতি কি প্রকারে বিশ্বাস হইতে পারিত?

অতি সূক্ষ্মতম বিবেচনায় ইহা বোধ করা কর্ত্তব্য যে য-খন এই সৃষ্টি দর্শনে নির্ম্মল পরমেশ্বরের ইচ্ছা আধ্যান থাকা ব লিয়া তাহাকে ইচ্ছাময় বলা হইয়াছে, যখন সেই ইচ্ছাময়ের গু-ণাদি বিভাব ক্রমে ত্রিবিধ প্রকার থাকা কথিত হইয়াছে এবং

যখন সেই গুণের বিভাব ভূতগণের কার্য্য সমস্ত সৃষ্টি বিষয়ে দৃষ্ট হইতেছে, তখন তত্ত্বাবতের সভাব এই সৃষ্টি কার্য্যে প্রয়োজন না থাকা সম্ভব করি না। যদি তাহা বিনা কেবল অন্ততঃ বিভাব ভূতগণই সৃষ্টি কার্য্যে প্রয়োজনীয় হইত, তবে উক্তমত হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমশঃ সভাব বিভাব হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। নির্ম্মল পরমেশ্বরের একদা ভূতগণই বিভাব হইত এবং তাহাকে কেবল ভূতময় পরমেশ্বরই বলা যাইত, তাহা না হইয়া যখন উক্তমত সভাব বিভাব হইয়া আসিয়াছে, তখন কাজে কাজেই তত্ত্বাবতের সভাব বিভাব উভয় কর্ত্তৃকই সুচারু নিয়মে হ্রাসবৃদ্ধিরূপে সৃষ্টি কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে বলিতে হইবে। অপিচ যখন সভাবেরই বৈপরীত্য বিভাব হইল এবং কালে তাহার ভঙ্গ হইলেই পুনঃ সভাবতা বর্ত্তে, তখন ঐ বৈপরীত্য দর্শনে সভাবকে দুরন্তর্গত করিলে ঐ বৈপরীত্য কাহার হওয়া এবং পুনর্ভঙ্গে কোথা হইতেই বা সভাব প্রাপ্ত হওয়া বিবেচনা হইবেক? যেমন, যথায় ধূম তথায় অগ্নি, যথায় বিম্ব তথায় সলিল থাকা অনুভব হয় তেমনি যথায় বিভাব তথায় সভাব অনুভব কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু তাহা স্থূল সূক্ষ্মরূপে ব্যবস্থিত, বাস্তবিক সৃষ্টিমাত্রই নির্ম্মল পরমেশ্বরের বিভাব, সেই বিভাবের যে সভাব তাহা সূক্ষ্ম এবং তদ্বিভাব স্থূল, এতদুভয় সংস্থায় সুচারু নিয়মে হ্রাস বৃদ্ধি ক্রমে জগৎ কার্য্যসম্পন্ন হইতেছে। ভূত সভাব সূক্ষ্ম, ভৌতিক বিভাব স্থূল, ভৌতিক দর্শনে যদ্যপি সহসা তাহাতে ভূতের প্রত্যক্ষতা হয় না, কিন্তু সর্ব্বদাই তাহারা তাহাতে অবস্থান করিতেছে এবং কালে ভৌতিক নাশে সভাবত ভূতত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ

ভূতগণের গুণ এবং গুণগণে ইচ্ছাময়ের সদাই অবস্থান আছে সন্দেহ নাই।

এখন অতি সাবধান পূর্ব্বক শুদ্ধ নির্ব্বাত দীপ শিখার ন্যায় অনন্যমনে তদাদির স্থায়িত্বের নির্ণয় করণে যাত্নিক হইয়া প্রবোধ চক্ষে দেখিতেছি যে জগতে দুগ্ধাদির নবনীতের ন্যায় বস্তুমাত্রেরই যে সত্বাবলোকন হয়, তাহার অন্বেষণে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায় যে, দুগ্ধাদি ঐসমস্ত বস্তু যে যে ভৌতিক হইতে সম্ভূত হয় সেই সমস্ত ভৌতিক অর্থাৎ গবাদিরও মজ্জা প্রভৃতি বিশেষং আধানে সামান্য শরীরাদির ঐরূপ সত্তা আছে; সুতরাং তদাদি সম্ভূত বস্তুমাত্রেরও সামান্যতায় বিশেষরূপ নবনীতাদি স্বরূপ সত্তা লক্ষ্য হইয়া থাকে, নতুবা উক্ত সামান্যতা ও বিশেষতা ঘটনার কারণান্তর নাই এবং ভৌতিকের এই অবস্থা দর্শনে ভূত প্রভৃতি কারণাদির প্রতিও ঐ ভাবের ভাব পাওয়া যায়, অর্থাৎ সৃষ্টিমাত্রই সাধারণ ও বিশেষ এতদুভয় সংযোগ সংস্থায় সুসম্পন্ন হওয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে। সামান্য ও বিশেষের ব্যাখ্যা এই যে, সামান্য "বিষয়" বিশেষ তাহার "তাৎপর্য্য", সামান্য "পদ" বিশেষ "তদর্থ" সামান্য "বস্তু" বিশেষ "বস্তুত্ব" সামান্য "ব্যাপ্য" বিশেষ "ব্যাপক" এতদুভয়ের পরস্পর নিগূঢ় যোগ সংস্থায় সমস্ত ব্যাপার নির্ব্বাহ হয় এবং বিয়োগে ধ্বংসত্ব লাভ করে; কিন্তু আধান বিভিন্নে অবস্থা বিশেষে বিশেষ ও সাধারণ উভয়েরই উভয় অপেক্ষা প্রবলতা বর্ত্তিয়া থাকে।

এতদনন্তর্ক্রমে সম্প্রতি ভূতগণের সম্বন্ধে এমত অনুমান হয় যে, প্রত্যেক ভূতই ভূতত্ব তাৎপর্য্যে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট এবং ভূত

সামান্য "ব্যাপ্য" ও তত্তাৎপর্য্য বিশেষ "ব্যাপক" অর্থ স্বরূপ; এরূপ বিবেচনা না করিলে নিতান্তই সৃষ্টি কৌশলের সিদ্ধান্তে অকৌশল হয়, সেমতে অনুমান হয় যে ভূতগণের ভৌতিকতা বর্ত্তনসহ ঐ বিশেষ পদার্থেরও ভৌতিকত্ব বর্ত্তিয়া যেমন ভূতস্থা বস্থায় ভূতত্ব ছিল, তদ্রূপ সামান্য ভৌতিকস্থাবস্থায় বিশেষ রূপে ভৌতিকতা প্রাপ্ত হয়।

এমতে সামান্য ও বিশেষ ভৌতিকাখ্যানে সামান্যকে বাহ্য দেহ এবং বিশেষকে লিঙ্গ দেহ বলা যায়। বিশেষ সূক্ষ্ম, সামান্য স্থূল, বিশেষ অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহ সামান্যত অপ্রকাশ বিধায় তাহার প্রকাশ এই স্থূলদেহকে বাহ্যদেহ বলা হইয়া থাকে।

এদেহের যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি দৃষ্ট হয়, ইহা তাহারই বাহ্য অর্থাৎ প্রকাশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বটে, সেই লিঙ্গ দেহই এই বাহ্যের মূলীভূত স্বরূপ অপ্রকাশ্য গুহ্য দেহ এবং এদেহের মূলী ভূত বিধায়ই তাহাকে লিঙ্গদেহ বলা যায়।

লিঙ্গ শব্দার্থ এই যে, বস্তুর বস্তুত্ব যদ্দ্বারা সাধিত হয় তাহাকে লিঙ্গ বলা যায়, যথা স্ত্রীর স্ত্রীত্ব, পুরুষের পুংত্ব, ক্লীবের ক্লীবত্ব তদ্রূপ স্ত্রীত্ব, পুংত্ব, ক্লীবত্ব বোধককে স্ত্রী, পুং, ক্লীব বলা যায়, সেই প্রকার দেহের দেহত্ব এবং দেহত্ব বোধক, দেহত্ব যাহাকে স্বীকার করা যায়, তাহাকেই লিঙ্গ দেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

ঐ লিঙ্গ দেহ শ্রোত্র চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাদপায়ু ইত্যাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ বিষয় ও মন এই ষোড়শ পদার্থে সম্পন্ন হয়, মতান্তরোক্ত দশেন্দ্রিয় পঞ্চ

প্রাণ মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ পদার্থ সম্পন্ন লিঙ্গ দেহও একি মূলার্থ প্রতিপাদক। যে হউক ঐ লিঙ্গদেহ মায়া সহ চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর যাহাকে প্রকৃতি পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় বলা হইয়াছে তিনি অধিষ্ঠান পূর্ব্বক ঐ দেহকে সচেতন করিয়া আপনি জীবাখ্যানে তাহাতে অবস্থিতি করিতেছেন।

ঐ জীব প্রভাবে লিঙ্গদেহ তেজরূপ সজীব ও সচেতন দেহ বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই সজীব লিঙ্গদেহের বাহ্য দেহ প্রকাশ অবস্থা, ঐ লিঙ্গ দেহানুক্রমেই বাহ্য চক্ষু কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, হস্ত, পদ, পায়ু উপস্থ, মুখ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বিষয় পঞ্চ সম্পন্ন বাহ্যদেহ গোচর হয়।

এদেহ জড় পদার্থ, কেবল লিঙ্গদেহ যোগে অজড় প্রায় ইহার ধারণ ক্ষেপণ চালনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ পায়, লিঙ্গদেহ জীবাত্মা বিশিষ্ট বিধায় সেই দেহকে সজীব বলিয়া এই দেহের দেহী তাহাকে বলা হইয়াছে, ঐ দেহই এদেহের সচেতন স্থায়িত্বের কারণ অর্থাৎ জীবনের হেতু, এনিমিত্ত কোন২ মতে তাহাকেই জীব ও জীবকে লিঙ্গরূপী বলা যায়, যাবত লিঙ্গরূপী জীব এদেহে অবস্থান করেন তাবৎ যেমন কোন কীট পতঙ্গাদি পুরিত কোন একটী নির্ম্মিত নির্জ্জীব দেহ সচল ও সচেতন অবলোকন হইয়া থাকে, তদ্রূপ এদেহেরও চলন শক্ত্যাদি দৃষ্ট হয়, আবার সময়ে তাহার অভাব হইলে লোষ্ট্র কাষ্ঠবৎ পরিগণিত হইয়া থাকে।

ফলতঃ ঐ লিঙ্গদেহই জীবাত্মার আবাসস্থল। পরম প্রকৃতি পুরুষ রূপ ইচ্ছাময় ব্রহ্ম জীবাখ্যানে ঐ লিঙ্গদেহে থা-

ক্রিয়া উভয় দেহদ্বারাই সমস্ত ব্যাপারে ব্যাপৃত আছেন, এবং তিনিই উভয় দেহের মূলীভূত কারণ বিধায় সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই দেহী বলা যায়, এবং ঐ দেহীর দেহকে লিঙ্গদেহ ও তাহার প্রকাশ্যকে বাহ্যদেহ বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সেই দেহী মুক্তি বিনা লিঙ্গদেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন না; কিন্তু সময়ে সময়ে বাহ্যদেহ হইতে পৃথক হইতে পারেন।

এমতে ভূতগণের সত্তা সাব্যস্তে ভৌতিক দেহের স্থূল সূক্ষ্মত্বের যে নির্ণয় করা হইল, এই প্রকার ভূতগণের কারণ ইচ্ছাময় ব্রহ্ম ও গুণগণেরও স্থূল সূক্ষ্মত্ব ভাবের অনুসন্ধান পাওয়া যায়, বরং তাহাতে এই দ্বিভাবসম্পন্নতা থাকা হেতুই তদনুক্রমে ভূতাদি সমূহে ঐ ভাবদ্বয়ের ঘটনা হইয়াছে। পূর্ব্বেই তদ্বিষয়ে বিশেষ সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে।

অধুনা তন্নির্ণয়ার্থ অতি সূক্ষ্মতম বিবেচনায় এমত অনুমান হয় যে যিনি সামান্য রূপে স্থাবর জঙ্গমাদি বিশ্বরূপ ইচ্ছাময় ব্রহ্ম, তিনিই বিশেষ রূপে এই ভৌতিকদেহে আত্মা আখ্যানে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছেন, এবং সেই ভাবাতীত নির্ম্মল পরমেশ্বর যেমন প্রকৃতি পুরুষের বিভিন্নতা ভাবে কখন বা গুণাদি সম্পন্নতায় এই জগত ব্যাপারাদি বিশৃঃখলায় বিলিপ্ত হন এবং কখন বা সভাব অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের অভিন্নতা ভাবাবলম্বনে বিশৃংখলাদি সমস্ত ব্যাপার ভঙ্গ করিয়া আপনি একমাত্র শুদ্ধ সত্যরূপে অবস্থান করেন, তদ্রূপ আত্মা দেহমধ্যে আপনি বিভাব ভাব অবলম্বন করিয়া কখন বা জীবাখ্যানে গুণসম্পর্কিতায় নানা বিষয়ে বিলিপ্ততা স্বীকার করেন, কখন বা সমস্ত বিভাব ভাব পরিহার পূর্ব্বক নির্লেপ ও শুদ্ধ

ভাব অবলম্বন করেন, যখন তিনি শুদ্ধভাব তখন তাঁহাকে পর মাত্মা বলা যায়, যখন অশুদ্ধ স্বভাব অবলম্বন করেন, তখন তাঁহাকে জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

পরমাত্মা শুদ্ধ সত্য জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার মায়া প্রকৃতিকেই বুদ্ধি বলা যায়, ঐ বুদ্ধিময় যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, তাঁহাকেই সামান্যরূপে ইচ্ছাময় বলা গিয়াছে, এবং দেহ মধ্যে তিনিই স্বভাবতঃ বিশেষ রূপে বুদ্ধিময় জ্ঞানস্বরূপ আত্মাখ্যানে অবস্থান করেন। ঐ বুদ্ধি যখন আত্মাতে অভিন্ন হয় তখন তাহাকে শুদ্ধ বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান বলাযায়, এবং যখন বিভিন্ন ভাবাবলম্বন করেন, তখন তাহাকে অশুদ্ধ বুদ্ধি বলা হইয়া থাকে।

যেমন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইতে সামান্যত সত্ত্বাদি গুণত্রয় সম্ভব হইয়াছে, তদ্রূপ বুদ্ধিময়ের বুদ্ধি হইতে ঐ গুণ ভাবাপন্ন মনের সম্ভব হইয়াছে। যেমন সামান্যত সত্যাদি গুণত্রয় ঐ ইচ্ছাতে অবস্থান করেন এবং তাহাদিগকে ইচ্ছাগর্ভেই অবলোকন হয় তদ্রূপ বিশেষ রূপে তাহারা বুদ্ধিতে অবস্থিত আছেন, এবং বুদ্ধি মধ্যেই তাহাদিগকে অবলোকন করা যায়। সেই গুণগণ বুদ্ধি হইতে মনোভাবে প্রকাশ হওয়ায় মনকে গুণ ভাবাপন্ন কহা যায়।

পরমাত্মা মায়া আশ্রয়ে ঐ গুণ ভাবাপন্ন মনের সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদি পাশে বদ্ধ হইয়া জীবাত্মা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ জীবাত্মা উর্ণনাভপ্রায় নিজ সম্ভূত ইন্দ্রিয়াদি জাল বিস্তার করিয়া আপনি তাহাতে বদ্ধতা স্বীকারে বৈষয়িক নানা সুখ দুঃখাদি রূপ সিন্ধুতে উন্মগ্ন নিমগ্ন হইতেছেন।

জীব মন কর্তৃকই সমস্ত সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন, পুর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়গণের সহ মন জীবকে আবৃত করিয়া ঐ ইন্দ্রিয় কৃতকার্য্য সমূহে জীবকে লিপ্ত রাখিয়া আপনি সুখ দুঃখাদি অনুভব করণ দ্বারা জীবকে তাহা ভোগ করায়, এমতে জীব স্বয়ং কর্ত্তা ও নির্ম্মল আনন্দ স্বরূপ হইয়াও অতিশয় ম-লিন ও হীন প্রায় পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি নানা কষ্টভোগ করিয়া থাকেন। ইহা কেবল তাহার আত্মজ্ঞানের অভাব জন্যই ঘটিয়া থাকে। যদি আত্ম স্মরণ করিয়া এই সমস্ত বি-ষয়াদি কুহুকজাল ছিন্ন পূর্ব্বক শুদ্ধভাব অবলম্বন করিতে ইচ্ছা ও যত্ন করেন তবে যেমন প্রভূত পরাক্রমশালী সুচতুর প্রভুর ভৃত্যগণ আপন হইতেই সাশিত হইয়া বাধ্যতা স্বীকারে সমস্ত মন্দাচরণ হইতে ক্ষান্ত ও প্রভুর অনুকরণ করণে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ সহ মন প্রবোধ যুক্ত বুদ্ধিমান জীবের বুদ্ধি প্রভাবে বাধ্যতা স্বীকারে তদনুকরণে আপনি অগ্রসর হইয়া থাকে মন আদি ইন্দ্রিয়গণ প্রশান্তভাব ধারণ করিলে যখন ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রবল ও নির্ম্মল পরিপ-ক্কতা প্রাপ্ত হয়, তখন যেমন শশধর উদয়ে তারকাবলির কিরণ সমস্ত শশধর কিরণেই পরিণত হয় তদ্রূপ মন আদি ইন্দ্রিয়গণও ঐ বুদ্ধিতে পর্য্যাপ্ত হইয়া যায় এবং বুদ্ধি তৎ কালে নির্ব্বাত অনলের ন্যায় স্থির ও শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবে সংযুক্ত হইলে জীবের যে আত্মভাব সম্ভবে তাহাকেই বিশুদ্ধ জ্ঞান বলাযায়, তৎকালে জীবভাব ও বুদ্ধি ইত্যাদি কিছুই থাকে না, তাহাই জীবের মুক্তি।

সেই পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ সচ্চিদানন্দ বটেন। যদ্যপি

কোনং মতে কর্ম্ম, জ্ঞান, এই দশইন্দ্রিয় মন. বুদ্ধি. চিত্ত, প্রাণ ও সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও জীবাত্মা, দেহ, জঠরানল, এই বিংশতিকে পাঞ্চভৌতিক বলা যায় এবং তন্মধ্যে গুণগণ ও ঈশ্বরের ভৌতিকতা সংজ্ঞাপ্রাপ্তিতে আর তাহাদের পৃথক রূপে অনুষ্ঠান থাকা নির্ব্বাহ পায় না।

যথাযুক্ত বিবেচনায় উক্ত মতেও তাহাদের পৃথক অনুষ্ঠান থাকার প্রতি কোন সংশয় হইতে পারে না, তাহারা সামান্যত ভৌতিক সংজ্ঞাক্রান্ত হইলেও যেমন গাভী শরীরে দুগ্ধ এবং দুগ্ধে নবনীত অবস্থান করে, যাবৎ বিশেষ কৌশলে ঐ দুগ্ধ ও নবনীতের প্রত্যক্ষতালাভ করা না যায়, তাবৎ সামান্যত গাবী ও দুগ্ধ বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি দুগ্ধ ও নবনীত গাবী ও দুগ্ধ হইতে পৃথক পৃথক পদার্থ বলিয়া নিদৃষ্ট আছে সন্দেহ নাই।

এতদ্রূপ গুণত্রয় ও ইচ্ছাময় ঈশ্বরকে যদ্যপি উক্তমতে সামান্যত ভৌতিক সংজ্ঞায়ই পরিগণিত করা হইয়াছে, তথাপি তাহারা পৃথক২ নিদৃষ্ট থাকা অবশ্য বলিতে হইবে, যেমন গাবী হইতে দুগ্ধ ও দুগ্ধ হইতে নবনীত উদ্ধার করিয়া তাহা দর্শন করা যায়, তদ্রূপ তাহাদিগকেও উক্ত মত কৌশলক্রমে প্রত্যক্ষ করা যায়। ফলত পুষ্পগন্ধ ও ফল রস এবং কাষ্ঠ প্রস্তরস্থিত অনিলের ন্যায় বিশেষ কৌশলক্রমেই ভৌতিকস্থ আত্মা ও গুণগণকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে।

যেমন চন্দন কাষ্ঠ পুনঃ পুনঃ উষ্ণ করিলেও সৌরভ প্রকাশ হয় না, যথাক্রম ঘর্ষণেই সুগন্ধি বিতরণ করিতে থাকে, যেমন ইক্ষু দণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেও সে রসদান করেনা,

যত্ন পূর্ব্বক নিষ্পীড়নেই রসলাভ হইতে পারে, যেমন পয়োধর বৃন্ত গ্রাস বা চর্ব্বণ করিলে দুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যথা ক্রমে দোহন ও চোষণেই পয়লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ অপার ভৌতিক সমূদ্রে চিরকাল সন্তরণ ও পুনঃ পুনঃ উন্মগ্ন নিমগ্ন হইলেও ঈশ্বরীয় তত্ত্বপীযুষ লাভ করা যায়না, কেবল যথা ক্রমে যোগ রূপ তপস্যা দণ্ডে মন্থন করিলেই তত্ত্ব সুধা সুলভ হইতে পারে।

ইত্যাদি মতে পাশাবদ্ধ জীবের মুক্তি লাভের উপায় সমস্ত উক্ত রূপ অনুষ্ঠানের প্রতিই নির্ভর রহিয়াছে। সংক্ষেপে যে কিঞ্চিৎ যোগ মর্ম্ম প্রকাশ করা গেল ইহাই ঈশ প্রদর্শক নেত্র।

অতএব চক্ষুরুন্মিলনে তত্ত্বাবলোকন পূর্ব্বক প্রথমতঃ অন্তরীন্দ্রিয়গণকে বাহ্যন্দ্রিয় হইতে পৃথক করিয়া তাঁহাদিগকে মনের সহিত সংযত করিতে হয়, তবেই মন দ্বারা বুদ্ধিস্থ গুণগণ লাভ হইলে বুদ্ধি দ্বারা পরস্পর তাহাদিগের সমন্বয় করা প্রয়োজন, তাহাতেই ভাগাবেশতঃ গুণগণ পরস্পর সমন্বয় প্রাপ্ত হইলে গুণভাবাপন্ন মন বুদ্ধিতে সংযত এবং বুদ্ধি জীবাত্মায় মিলিত হইয়া আত্মজ্ঞান হইলেই জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা লাভ করা যায়। ইত্যাদি কৌশলে সেই গুণগণ ও ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শনলাভ হইতে পারে, তাহা না করিয়া সামান্য বুদ্ধির অনুগত হইয়া অসামান্য পদার্থের সত্যতায় সংশয় আরোপ করায় কি ধীরত্ব সাব্যস্ত থাকে, তাহা কদাপি নয়, ধীরগণের বুদ্ধির বিশেষ চালনা করাই কর্ত্তব্য।

পরন্তু যখন পূর্ব্ব কথিতমতে এই ব্রহ্মাণ্ড সম্ভাব্য সমস্ত

কার্য্য কারণ অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে ভূতাদি পর্য্যন্ত দ্বিধা ভাবাপন্ন থাকা সাব্যস্ত হইল এবং দেখা যায় যে ঐ সমস্ত কার্য্য কর ণাদি বিশিষ্ট যে এক কাণ্ড তাহাকেই সামান্যত এক ব্র- হ্মাণ্ড বলা হইয়া থাকে, তখন ঐ প্রণালীতে ব্রহ্মাণ্ডের ও সামান্য ও বিশেষ থাকা বিবেচিত হইতে পারে, এবং তাহার নির্ণয় করণে ইচ্ছাময়াদি সামান্য কার্য্য কারণ বিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড ভৌতিককে সামান্য ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া আত্মাদি বিশেষ কার্য্য কারণ বিশিষ্ট জীবকে বিশেষ ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া নির্ণীত হই য়াছে, এমত জ্ঞান হয় এবং যেমন সামান্য ব্রহ্মাণ্ডস্থ ভূতাদি জনিত সামান্যত এই স্থাবর জঙ্গমাদি ভৌতিক জগত সন্দর্শন হয় অর্থাৎ এই জগৎ সামান্য ব্রহ্মাণ্ডস্থ ভূতাদির ভৌতিকতায় সজীব নির্জীবাদি অধ্যান উৎপন্নাদি হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডস্থ ভূতাদি জনিত বিশেষ রূপে ঐ সমস্তের উৎপন্নাদি বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডে থাকা নিশ্চিত বিবেচনা হইতে পারে। যেমতে নরাদি সমস্ত সচেতন জীবকে বিশেষ ব্রহ্মাণ্ড সাব্যস্তে সামান্য এবং বিশেষ এইমাত্র ভেদ বিবেচনা হয় যে সামান্য বিস্তার ব্যাপ্য বিশেষ ক্ষুদ্র ব্যাপ্য এবং বিশেষে অতি রিক্ত চৈতন্য প্রত্যক্ষ হয়, বিস্তারে স্পষ্টরূপে চৈতন্যানুভব পাওয়া যায় না, সামান্য এবং বিশেষ পদ এবং অর্থের ন্যায় অতি অসামান্য সংযোগ বিধানে এই ব্রহ্মাণ্ডখেলা সুসম্পন্ন হই তেছে। কদাচিৎ যদি ঐ সংযোগের বিয়োগ ঘটনা হয় তবে যেমন পদ এবং অর্থের বিয়োগে উভয়ই অভাব হইয়া তৎকা রণ ধাত্বাদিকে লাভ করে, তদ্রূপ উভয় ব্রহ্মাণ্ড ভঙ্গ হইয়া তৎকারণতত্ত্ব বর্ত্তিয়া থাকে। এমতে ব্যাপক ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তুমা-

ত্রের সহিত সজীবের বিশেষ সমন্ধানুবন্ধ যোগে নিয়মিত সময়ে হ্রাস বৃদ্ধ্যাদি ঘটনা হইয়া থাকে।

এই সমস্ত স্থূল সূক্ষ্মভাব বোধ হইলেই সমুদয় ভ্রান্তি মোচন হইয়া নিঃসংশয় হওয়া যাইতে পারে তচ্চেষ্টা না করিয়া নিরাকার মাত্র বলিয়া সূক্ষ্ম বিচারে ক্ষান্ত থাকা কদাপি যুক্তি সিদ্ধ নহে।

১৪ প্রশ্ন। এপর্যন্ত যে সমস্ত আলোচনা হইতেছে, তদ্দ্বারা কেবলমাত্র সূক্ষ্মত্বের আন্দোলন হইয়া বরং আনুমানিক বিবেচনায় সূক্ষ্মেরই সিদ্ধান্ত হইল। তদ্ভিন্ন ঐ গুণগণের কি, পরমেশ্বরের যে সামান্যত ধ্যান বিশিষ্ট কোন এক রূপ আছে এমত কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণাবলোকন হয়না, এবং অনুমানেও উপলব্ধি হইতেছে না। নানাবয়ব বিশিষ্ট দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্বাদির সত্যতা স্বীকারে ধ্রুবসংস্কারিব্যক্তিগণ যে নানা দেব প্রতিমাদি নির্ম্মাণ এবং তাহাতে ঈশ্বরাদি দেবাভিমান পূর্ব্বক অর্চ্চনায় চিত্ত নিবেশ করিয়া সূক্ষ্ম চিন্তায় বিরত থাকেন, তাহাদের তদ্রূপ অর্চ্চনাদি ক্রিয়াকলাপের কি কোন মূল আছে, কিছুই দৃষ্টি হয়না। ঐ প্রকারের সংস্কারিব্যক্তিরা কথিত কল্পিত রূপ অর্চ্চনা ও তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্র এবং তদাদির অঙ্গীয় কতক গুলিন শাস্ত্র ও প্রাচীন ব্যবহারাদি বিশ্বাস করতঃ কালক্ষয় ও হিংসাদি পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে, ইহাও কি কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করা যায়? না বিবেচনা স্থলেই তদপক্ষে কিছু মাত্র সত্যতা সম্ভব হইতে পারে? কিছুই নয়। বরং খেলা প্রমত্ত বালকের ন্যায় নিরর্থক হিংসাদি দুষ্কৃয়াই ফল ভোগী হইতে হয়।

১৪ উত্তর। ঐশ্বরিক আশ্চর্য্যভাব ভাবিয়া প্রবোধ লাভ করা সামান্য ব্যাপার নহে। পূর্ব্ব কথনে, স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে পরম কারণ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, বাঙমানস গোচরা গোচর চরাচর সমস্তই তিনি এবং তিনি তাহাতেই প্রকাশ। সম্প্রতি এপর্য্যন্ত আলোচনায় কেবল সেই পরম কারণ পরমেশ্বরের বিভাবাদি ক্রমে বিশ্ব স্বরূপকতার বর্ণনা করা হইল এবং তিনি যে প্রণালী কৌশলে ব্যাপৃত হইয়া এবিশ্বরূপ হইয়াছেন, তাহারি ব্যাখ্যা করা হইল; কিন্তু তাহার পরিচয়ার্থ কি উপায়, কিছুই নির্ণয় করা হয় নাই, অথচ তাঁহার পরিচয় না থাকিলে এই বিশ্বকার্য্যাদি কোন কৌশলই রক্ষা পায় না; অধিক কি, বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বরেরই অনুসন্ধান হয় না। দেখ নিতান্ত অপরিচিতরূপে কোন এক পদার্থ দর্শন হওন দ্বারা নিঃসংশয়ে তাহার নাম, ধাম গুণাগুণ কারণাকারণের যথার্থতার নিরূপণ হয় না। যথা বাহ্য ক্ষিতি তেজাদির নিরূপণ থাকা হেতু বস্তুস্থ ক্ষিতি তেজাদির অনুসন্ধান ও নির্ণয় হইয়া থাকে। যদি ঐসমস্তের বাহ্য নির্ণয় না থাকিত, তবে কোন বস্তুতে তাহাদের পরিচয় থাকিত না এবং অনুসন্ধানও হইত না। যদ্যপি দৃষ্ট হইতেছে যে, অনেকানেক বিজ্ঞজন আপন আপন বুদ্ধিবলে অনেকানেক বস্তুর পরিচয়লাভ করিতেছেন এবং তাহাতে এমত বোধ হইতে পারে যে ঐ সমস্ত শক্তি সামান্যত মনুষ্যগণের বুদ্ধি বৃত্তিরই বটে, কিন্তু ঐসমস্ত কেবল সামান্য মনুষ্য-বুদ্ধি শক্তির প্রতি নির্ভর করিলে বুদ্ধির স্বভাব শক্তিতেই বস্তুদর্শন মাত্র কোন বিবেচনা প্রতীক্ষা বিনা অমনি তাহার পরিচয় লাভ হইত, যখন তাহা না হইয়া বিবে-

চনা পূর্ব্বক কারণাদি সূত্র গ্রহণে নির্ণয়কৃত হইয়া থাকে, তখন বিনাসূত্রে ঐবুদ্ধি শক্তির পরিচয় নির্ণয়ে শক্তি না থাকা স্পষ্টই প্রতীতি হয়, বিশেষ মনুষ্য মাত্রের কথিত অশুদ্ধ বুদ্ধি শক্তি দ্বারা কেবল সূত্রানুগত অনুমান করা বই বিনাসূত্রে তদ্রূপ নির্ণয়াধিকারী নাই। যথা ঘটসূত্র দ্বারা অপরাপর জলাধার এবং পৃথ্বীসূত্র দ্বারা ইষ্টক লোষ্ট্রাদি এবং তোয়সূত্র দ্বারা মেঘ বাষ্পাদি বিবিধ বস্তুর পরিচয় ও নির্ণয় হয়। কিন্তু ঐ সমস্তের অভাবে জীবগণের তন্নির্ণীয় অধিকার থাকা দূরে থাকুক, কেবল চিত্রপুত্তলির ন্যায় দৃষ্টি করা বই কোন প্রকার কিছুই বুঝিতে কি নির্ণয় করিতে সাধ্য হইত না, সহজেই সম্যক অপরিচয়তা হেতু নিতান্তই ঈশ্বরীয় পূর্ব্বোক্ত কৌশল সমস্ত অপ্রকাশ থাকিয়া এই বিশ্ব কি অবস্থাপন্ন হইত যে, তাহা বিবেচনায় বোধগম্য হয় না। এমতে ইহা নিশ্চয় অনুভব হয় যে সেই পরমেশ্বর যেমন পূর্ব্বোক্তমত স্থূল সূক্ষ্মাদিক্রমে এই বিশ্বস্বরূপ হইয়াছেন, তেমতি আবার তৎপরিচয়ার্থ বিশেষ২ রূপ ধারণ করিয়া আপনাকে আপনি স্থূল সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ থাকিয়া এই ব্রহ্মাখেলা সুসম্পন্ন করিতেছেন। তাহার সংক্ষেপোল্লেখ এই যে সমস্তেরই মূল স্বরূপ একটী বীজ, নির্ণীত আছে। তাহা সূক্ষ্ম এবং তাহা হইতে উৎপন্ন বস্তু স্থূল, এই স্থূল সূক্ষ্মভাবে ঐসমস্তরূপের প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম সূত্র ব্রহ্মবীজ হইতে অকারাদি ক্ষকারান্ত পর্য্যন্ত বর্ণাকারে পরিচয়ার্থ ব্রহ্মাবয়ব নির্ণীত হইয়াছে, ঐরূপের বর্ণনা করিতে বর্ণতত্ত্ব বিহীনের শক্তি কি? বরং বর্ণজ্ঞানি মহাত্মারাও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, ফলতঃ আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্তের

পরিচয়ার্থ ঐরূপই মূল, তাহা বিনা কিছুই নির্ণয় হইতে পারি তেনা ইহা অবশ্য সাধারণে স্বীকার করিবেন এবং বর্ণবিৎ মহাশয়েরা বর্ণতত্ত্ব স্মরণ করিয়া দেখিতে পাইবেন।

অধুনা তৎপর বিবেচনায় দৃষ্ট হয় যে ঐ বর্ণের পরস্পর সাঙ্কেতিক যোগে ত্রিগুণ বীজ নির্ণীত আছে এবং তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ড ও নিয়মাদি বিশিষ্ট ত্রিগুণাত্মক বেদ নির্ণীত হইয়াছে। ঐসমস্তে ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ের নির্ণয় ও নিদৃষ্ট আছে, কিন্তু তাহা অতি সূক্ষ্ম বিধায় তদ্দ্বারা এই সভাব জগতের গতিক্রিয়া নিয়মাদির প্রচুর মতে পরিচয় লাভ হয় না, কারণ কোন কার্য্য ব্যবহার হওয়া দৃষ্টি না হইলে তাহার নিয়মাদি উত্তমরূপে জানা যায় না। ঐ সূক্ষ্মভাবে যদ্যপি সমস্তেরই নিরূপণ আছে, কিন্তু স্থূলরূপে তাহা ব্যবহৃত না হওয়ায় কেবল সূক্ষ্মভাবে স্থূলের পরিচয় সুলভ হয় না; বরং স্থূল ব্যবহারে ঐ সূক্ষ্মের উত্তমরূপে নির্ণয় হইতে পারে। এমতে জগৎকারণ গুণগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাখ্যানে বিশেষ২ হস্তপদাদি বিশিষ্ট স্থূলাবয়বে প্রকাশবান হইয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, ঐ ত্রিগুণাত্মক বেদ ব্রহ্মা হইতে স্থূলরূপে প্রকাশিত হইয়া সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদির নিয়ামক স্বরূপ হইয়াছেন, এবং তদনুসারে ব্রহ্মা হইতে ইন্দ্র বায়ু বহ্নি ইত্যাদি পঞ্চদেব প্রকাশ পাইয়া তাঁহারা পঞ্চভুতাকারে দেব যক্ষ রক্ষ জন জন্তু আদি সচরাচর সমস্ত সৃষ্টিকার্য্য সম্পান্নে তৎপর হইতেছেন, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনেই নানাবিধাকার ধারণ করতঃ নানাপ্রকার সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কার্য্য সম্পান্ন করিতেছেন। প্রলয়া প্রলয় হেতু গুণ ত্রয়ের পরস্পর ঐক্য অনৈক্যভাবে সৃষ্টি

সৌষ্ঠব যুক্ত বিগ্রহাদির পরিচর্য্যার্থ দেবাসুরাদি রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন. ধ্বংসার্থে তমোংশে অসুরগণ সৃষ্টি ও স্থাপনার্থী সত্ত্ব এবং রজোংশে দেবগণ এই পরস্পর বিরোধ এবং তৎ সম্বন্ধীয় কার্য্য সমস্ত উক্তরূপে প্রকাশ এবং ব্রহ্ম রাজ্য পালনে রাজ নিয়মাদি ইন্দ্ররূপে প্রকাশ, জীবগণের কর্ম্মানুযায়ী দণ্ড পুরস্কার সমস্ত ধর্ম্মরূপে প্রকাশ, বিশ্ব প্রয়োজনীয় শীতোষ্ণাদি মূলক জগজ্জীবন তেজ সলিল সমীরণাদি তত্তৎ অধিষ্ঠাত্রী বহ্নি, বরুণ, পবন প্রভৃতিরূপে প্রকাশ, জগতীয়-স্ত্রী, বিজ্ঞান, সারদা, কমলরূপে প্রকাশ ইত্যাদি এই অপার ব্রহ্মব্যাপারের প্রত্যেকের নামকীর্ত্তন দ্বারা পরিচয় প্রদানে উদ্যোগী হওয়া মদীয় সম্বন্ধে যেমন গণনানভিজ্ঞজনের পুলিনস্থ বালুকা পরিমাণে বাতুলক হওয়া মাত্র। সুতরাং অধিক বাচকতায় ক্ষান্ত থাকিলাম। ফলতঃ এইমতে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য কার্য্যান্তরে সমস্ত দেবরূপ এবং বিশেষ বিশেষণে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের হস্তপদ ও মুণ্ডাদির শ্রেণী বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়াছে. যথা ব্রহ্মা হইতে বেদ প্রকাশ এবং চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি এবং বিষ্ণু হইতে ঐ প্রকার পালন. শিব হইতে ঐ প্রকার ধ্বংস এবং ধ্বংসান্তের উপায় পঞ্চপ্রকার উপাসনা প্রকাশ পাইয়াছে। এনিমিত্ত এবং অন্যান্য কার্য্য কারণান্তরে ঐ সকলের চতুর্ব্বাহু চতুর্ম্মুণ্ড পঞ্চবক্ত্রাদি এবং অন্যান্য দেবতারও তদ্রূপ মুণ্ডাদির শ্রেণীর হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে, আরো ঐ সমস্তের উক্তমত অবয়ব এবং কার্য্যাদি প্রয়োজন থাকায় কাযে কাযেই তাঁহাদের বাহন ভূষণ আবাস পরিবার প্রভৃতি থাকাও নিশ্চিত হয়। যথা ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক শিবলোক ইত্যাদি। এমতে কার্য্যাদি

পতিকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নির্ণয়ে সত্ত্ব, রজ, তম, গুণত্রয়ের এবং বহ্নি ইত্যাদি নির্ণয়ে ভূতপঞ্চকের এবং ধর্ম রূপ থাকায় ধর্মের চন্দ্র সূর্য রূপে, চন্দ্র সূর্য্যের ইত্যাদি পরিচয় লাভে বিশ্বব্যাপার সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। যদি ঐ তাবতের বিশেষ বিশেষাকার না থাকিত এবং তত্তৎ সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি তদ্দ্বারা সম্পন্ন না হইত, তবে কদাপি ঐ সমস্তের নির্ণয়, পরিচয় হইতে পারিত না। যথা ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, এমতে পালন সম্বন্ধে সত্ত্ব. রুদ্র সংহার করিয়াছেন এমতে ধ্বংস সম্বন্ধে তম, গুণকে এবং ইন্দ্ররূপে রাজত্ব নির্ব্বাহ হইয়াছে, এমতে রাজ্য পালনে ইন্দ্র, ধর্ম্মরূপে ধর্ম্মাচরণ প্রকাশ পাইয়াছে এমতে ধর্ম্মাচরণে ধর্ম, এবং বিদ্যারূপে বিদ্যাচরণ প্রকাশ পাইয়াছে, এমতে তদাচরণকে বিদ্যা, এবং শ্রীরূপে শ্রী আচরণ প্রকাশ পাইয়াছে এমতে তদাচরণকে "শ্রী" ইত্যাদি নির্ণয়, ও নিশ্চয় হইয়া থাকে। নতুবা কাযে কাযেই সৃষ্ট্যাদির নির্ণয় থাকিত না, আর ঐ সমস্তের প্রত্যেকের অঙ্গীয় রূপকে তত্তাবতের পরিবার বলা যায়; যথা ধর্ম্মের অঙ্গীয় দয়া, শান্তি, ইত্যাদি. অপর যদ্যপি সমস্ত সৃষ্টিই ব্রহ্মাদি কারণাধীনে পঞ্চ ভূতাত্মক সুতরাং তাহাতে পরস্পর ভাব ক্ষমতার ন্যূনাতিরিক্ত হওয়ার সম্ভব নাই বটে, কিন্তু সৃষ্টি কৌশলার্থ বুদ্ধির শুদ্ধাশুদ্ধের ন্যূনাতিরিক্ততায় সমস্ত সৃষ্টিই ন্যূনাতিরিক্ত ভাব সম্পন্ন হয় তাহাতেই দেব দানব যক্ষ রক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব মানবাদির পরস্পর ক্ষমতা এবং ভাবের বৈষম্য উচ্চ কি লঘুত্ব প্রাপ্তে ভিন্ন২ নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে. বুদ্ধির পরস্পর শুদ্ধতার সহিতই জীবগণের উচ্চ ভাব প্রাপ্ত হয় ঐ সমস্ত ভাব ক্ষমতা কেবল জীবের উন্নতি

কি অবনতির প্রতি নির্ভর করে, জীবের ক্রমশঃ উন্নতি কি অব নতিতে ঐ ঐ পদ ইত্যাদি লাভ হইয়া থাকে। বুদ্ধির বিশুদ্ধ তাই জীবোন্নতির মূল এবং ঈশতত্ত্বজ্ঞতাকেই বিশুদ্ধ বুদ্ধি বলা যায়, অতএব উন্নতি সাধনার্থ ঈশমর্ম্মজ্ঞ হওয়া নিতান্ত প্রয়ো-জন। ঈশতত্ত্ব সৃষ্ট্যাদি সমস্তের মূল স্বরূপ বুদ্ধির যতই মূলে বুৎপত্তি হয় ততই অশুদ্ধ স্বভাব বাহুল্য ত্যাগে ঈশতত্ত্বজ্ঞ হওয়া যায় এবং তজ্জন্য কথিত মত ঈশ্বরের বিশেষ২ রূপ ও গতি ক্রিয়াদির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাব সমুদায় অবগত হওয়া আবশ্যক; তাহাতেই তত্তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য কারণাদি ও সমস্ত বস্তুর নির্ণয় হইয়া পরস্পর সম্বন্ধের সমন্বয়ে বাহুল্যতা রহিত ও তত্ত্বজ্ঞতা (একত্ব) ভাব সমুপস্থিত হইতে পারে, পরন্তু নিতান্ত একাগ্র মানসে চিন্তাধ্যান পরবশ হইয়া আপন আপন অশুদ্ধ বিভাব মন তত্তৎশুদ্ধ স্বভাব মূলে (জ্ঞানে) সংযোগ করিলে যেমন একাগ্র ধূমশিখা দীপানল সংযোগে অনলত্ব লাভ করে এবং যেমন তৈলপায়ী কুম্ভকীট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তৎসঙ্গ যোগে অন্ততঃ তদবয়ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সংযোগ বলে সেই শুদ্ধ স্বভাব মূলাবয়ব প্রাপ্তিতে ঐ সমস্ত অশুদ্ধত্বে মুক্ত হওয়া যায়, এবং তখন কাজেই বিভাব ভেদ সমস্ত মোচন হইয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মত্ব লাভে একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই চরমফল মাত্র। পরমেশ্বর যেমন পূর্ব্বোক্ত মত বিভাবাদি ক্রমে বিস্তা রতা গ্রহণে আশ্চর্য্য খেলা করিয়াছেন, তেমনি আবার প্র- তোক বিভাব স্বভাব সমন্বয়ে খেলা ভঙ্গের নিয়মও কথিত মত

মাত্র ধার্য্য করিয়াছেন, অতএব শাস্ত্রোক্ত বিধিমত উপাস্ত লক্ষ্য করিয়া উক্ত মত উপাসনা অর্থাৎ যোগ সাধনা কর্ত্তব্য, এতদ্ভিন্ন স্বেচ্ছাচারে অন্ধ বুদ্ধ্যানুগত ভ্রমমার্গে ভ্রমণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি কৌশলে আশ্চর্য্য বোধে বিচরণ করিলে ক্রমশঃ ভ্রম বই কিছুমাত্র ফল নাই। তাঁহার অনন্ত কাণ্ড তাঁর দৃষ্ট মত তদর্শাবিনা ভ্রমণ বিচরণে কি চর্চ্চা বাহুল্য দ্বারা তদন্ত লাভ হইতে পারে না, তাঁহার অনুসন্ধান তিনি ভিন্ন অন্যের জানিবার শক্তি কি? এই মাত্র সুপন্থা দৃষ্টি হয় যে, শাস্ত্রাদের নুগত অধিকারী বিধানে শুভাশুভ জ্ঞানালোকে উপাস্য নির্ণয়ে স্বধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ যোগ সাধনে উক্ত মত একত্ব সিদ্ধি করিতে পারাযায়।

এই উদ্দেশে ব্রহ্মাদি গুণ গণ হইতে ব্রহ্মর্ষি মহর্ষি ইত্যাদি ঋষি সমস্ত প্রকাশ হইয়া সৃষ্ট্যাদির নিয়ম মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভেদ মূলক শাস্ত্রাদির প্রচার ও ব্যবহারাদি দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং স্বয়ং ভগবান যুগে যুগে অবতার হইয়া স্বয়ং ব্যবহার পূর্ব্বক লোক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, এইরূপ ত্রিগুণাদি কর্ত্তৃক নানামত ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্য সমস্ত প্রচার পাইবায় তদ্দ্বারা আপনে ধর্ম্মাধর্ম্ম নিয়ম প্রভৃতি জানা যাইতে পারে। পরন্তু ভগবন্ মহাদেব জন্মকর্ম্মাদি সমস্তের মূল তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য পৃথক পৃথক অধিকারীভেদে প্রধান পঞ্চ এবং নানাবিধ উপাস্য নির্ণয়ে উপাসনা এবং তন্নিয়মাদি ব্যক্ত এবং স্বয়ং ব্যবহার করিয়া প্রকাশ ও গুরুরূপে শিক্ষা করাইয়াছেন। অতএব গুরুমুখে শাস্ত্রার্থ জানিয়া এবং কথিত ব্যবহা

স্ত্রাদি দর্শন ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণের উপদেশ বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত ও পরিচয় লাভে কার্য্যাদি আচরণ করতঃ বিশ্বকার্য্য এবং উপাসনাদি নির্ব্বাহ করিতে হয়, নতুবা নিতান্ত অশুদ্ধ বুদ্ধি বশতঃ কিছুই জানিবার শক্তি ছিলনা, কিন্তু সাধারণের এই সরল পথাবলম্বন হয় না, তাহা হইলে সহসাই ব্রহ্ম খেলা ভঙ্গ হইয়া যাইত।

অপর ঐ সমস্ত উদ্দেশ্য দেবতা প্রত্যক্ষ বিনা উপাসনার বিশেষ সুবিধা এবং চিত্তস্থির হয়না, এই কারণে যথোচিত ভাব, ধ্যানানুযায়ী দারু মৃৎ প্রস্তরাদিতে নানা প্রকার রূপাদি প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রত্যক্ষে আপনং উপাসনাদি কার্য্য সম্পাদনার্থে তদ্মতা-চারী হওয়া শ্রেয়ঃ এবং শাস্ত্রানুযায়ী মন্ত্র বলে তাহাতে মন্ত্রস্ব-রূপ দেবত্ব বর্ত্তন বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ঐ সমস্ত ঈশ-রের বিশেষং প্রতিরূপ কদাপি অমান্য নহে। উপাস্য কর্ম্মে মন্ত্রযোগে ঈশ্বর তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া সাধকের প্রয়োজন প্রদান করেন।

পরন্তু উপাসনা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যাদিরই মূল গুণত্রয় পৃথকং ত্রিগুণ ঘটিত সমস্ত কর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহাতেই পৃথকং গুণানু-সারে ভাবের বিভিন্নতা এবং ফলের বৈষম্য ও অনৈক্য হয়, ভিন্নং রূপে ঐ সমস্তের অধিকারিত্বাদিও নির্ণীত আছে তদ্বিস্তারি প্রয়োজনাভাব। ফলতঃ তামসিক কর্ম্মাদিতে যে তদঙ্গীয় রূপে পশু হিংসাদি প্রয়োজনীয় ও আচরিত হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সংজ্ঞায়ই পরিগণিত বটে এবং তাহার ফলও সামান্য ভোগাদি মাত্র। যে হউক ঐরূপ উপাসনা

দ্বারা স্বীয় উপাস্য কৃপায় অন্তত ঐ ভাব মোচন হইয়া ভাবান্তর প্রাপ্তিতে চরমে ঈশ্বরত্ব লাভ হইতে পারে। সত্য বটে এভাব অতি গৌণকল্প; কিন্তু প্রথমতঃ এই গৌণকল্পাচরণ বিনা নিতান্ত অশুদ্ধ বুদ্ধিমান জীবের সহসা মুখ্য কল্পে প্রবৃত্তি হয় না, এবং অধিকার সম্বন্ধীয় বিবেচনা বিনা ঐ গৌণ কল্পাচরণকেও সামান্যত পাপকর বলিয়া স্বীকার করা যায় না, পাপ পুণ্য কেবল ভাবের প্রতি নির্ভর করে, যথা অত্যন্ত শীত সময়ে সলিল যদ্যপি সমস্ত প্রাণীরই দুঃখদায়ক বটে; কিন্তু তাহা মীনাদি সম্বন্ধে নহে, কারণ বারি তাহাদের শারীরিক ভাবে ঐক্য আছে এবং সুশীতল সুধাকর কীরণ, সুগন্ধি মলয়জ গন্ধবহ সঞ্চালন এবং মনোহর সৌরভান্বিত মলয়জ লেপনাদি যদ্যপি সামান্যত সমস্তেরই প্রমোদ প্রফুল্ল কর এবং আহ্লাদ জনক বটে; কিন্তু কদাপি তাহা শীতভীত জনসম্বন্ধে নহে, কারণ তাহা তাহার শরীরিক ভাব সহিত ঐক্য নাই। ইত্যাদি রূপ সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক পরস্পর বিভিন্নভাব সম্বন্ধে বিভিন্নভাব সম্বন্ধীয় আচরণই ব্যামহপ্রদ অর্থাৎ পাপকর এবং তাহাতে সহজেই পরস্পর ভিন্ন২ ভাবের কর্ম্মসম্পন্নের বিরাম পায়, অতএব সামান্যত কার্য্যাঙ্গীয় হিংসাদি মতের প্রতি দোষারোপ না করিয়া অর্চ্চকজনের ভাব নির্ণয়ে দোষাদোষ বিবেচনা করাই যুক্ত।

যাহা হউক যখন সেই অদ্বৈত পরমেশ্বর কথিত মত বিশেষ২ রূপ ধারণে বহুসংজ্ঞা স্বীকার করিলেন এবং যখন তিনি আপনি বিশেষ রূপে জগৎ কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন করতঃ বিশেষ২ রূপে পরিচয় বিধায়ক হইয়া বিশ্বকার্য্য নির্ব্বাহের ও

বিভাব সমস্তের স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ার উত্তম কৌশল প্রকাশ করিলেন, তখন বর্ণাদি বেদ শাস্ত্র ও দেবাদির যাথার্থতায় নিঃসংশয় হইয়া এবং ভাব অধিকারী অনুযায়ী মহাজন নির্ণিত সৎপন্থা গ্রহণে যথাবিধ কার্য্যাদি আচরণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে চরিতার্থতা লাভ করাই ধীরজনোচিত কর্ম্ম বটে, নচেৎ স্বেচ্ছাচারিতা নিতান্ত ব্যভিচার মূলক এই তদ্দ্বারা পারমার্থিক উপকার কিছুই হইতে পারে না।

ইতি তত্ত্ব নির্ণয় মূলক প্রথম খণ্ড।

অশুদ্ধশোধন।

পৃষ্ঠা	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	২০,২১	অপারচিন্ত্য	অপ্যারচিন্ত্য
৪	৯	পরে বুলি	পড়ে বুলি
৪	২০	অনুমতি	অনুস্মৃতি
৮	২২	নিরবব	নিরবয়ব
১১	১২	বিভাবনেরধ্বংশন্র জ্ঞান,	বিভাবনেরধ্বংশন স্বভাব
১৫	৩	সেই২ বস্তু ব্যতিত	সেই২ বস্তু ব্যতিত
		অন্য পদার্থে	পৃথক রূপে
১৭	৯	ঈশ্বরকে তদ্ভিন্ন	ঈশ্বরকে তদভিন্ন
"	১৬	সুক্ষ্মাতি	যে সুক্ষ্মাতি
৩০	৭	নিদৃষ্ট হন	নিদৃষ্ট হয়
২৬	৯	তাহা	তাহার
৩৮	১৮	সামান্য ব্যাপ্য	সামান্য ব্যাপক
ঐ	ঐ	বিশেষ ব্যাপক	বিশেষ ব্যাপ্য
৪১	১৭	বিস্তার ব্যাপ্য	বিস্তার ব্যাপক
৫১	৮	স্ত্রী	শ্রী
৫১	৯	কমল রূপে	কমলা রূপে
৫২	৭। ৮	ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া	ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া
		ছেন, এমতে পালন	ছেন এমতে সৃষ্টি
		সম্বন্ধে সত্ত্ব,	সম্বন্ধে রজ
ইং	১১	স্বভাব	স্বভাব